কাদম্বরীর বিবাহ কি সম্বন্ধ ?

কলিকাতা

৭১ নং করণওয়ালিশ ষ্ট্রীট রাজকীয় যন্ত্রে

শ্রীশ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ।

Published by H. C. Sharma S.

১২৮৬ ।

মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র।

নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

চিত্ররথ ...	হেমকূটাধিপতি গন্ধর্ব্বরাজ।
চন্দ্রাপীড় ...	উজ্জয়িনীপতি যুবরাজ।
জটাধারী ...	চিত্ররথের শ্বশুর, বৃদ্ধ।
গজবিক্রম মকরকেতন মরালচরণ তারকসূদন	চিত্ররথের ভক্ত অনুচর।
কেয়ূরক ...	চিত্ররথের ভৃত্য।
বিদ্যাম্বুধি বিজ্ঞানসাধক	দুই জন পণ্ডিত।
রণজম্বুক দূরবীক্ষণ শর্ম্মা	দুই জন বহুরূপী গন্ধর্ব্ব।
কুম্ভোদর ...	ভণ্ড ধার্ম্মিক।
সুব্রত ...	ধার্ম্মিক।
অবিশ্বাসিপ্রধান	
দিগ্বিজয় ...	চন্দ্রাপীড়ের কুলপুরোহিত।
মদন বসন্ত	দেবদ্বয়
বয়স্য ...	চিত্ররথের সখা।

স্ত্রী।

মদিরা	...	চিত্ররথের মহিষী।
কাদম্বরী	...	চিত্ররথের কন্যা।
মহাশ্বেতা	...	কাদম্বরীর সখী।
রতি	...	দেবী।
বালচন্দ্রিকা বিদ্যুল্লতা কুসুমমালিকা ইন্দ্রপ্রভা	}	কাদম্বরীর সহচরীগণ।

নাগরিকগণ বাহকগণ দাস দাসী পুরস্ত্রীগণ।

কাদম্বরীর বিবাহ কি সম্বন্ধ?

গন্ধর্ব্বলোক—হেমকূট—রাজ-সৌধান্তর্গত এক কক্ষে
চিন্তামগ্না মদিরা ও সহচরী আসীনা।

বয়স্যের সহিত চিত্ররথের প্রবেশ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চিত্ররথ। প্রিয়তমে! এ কি? বিমর্ষভাবে কেন বসে রয়েছ?—

এ গন্ধর্ব্বলোক, নাহি রোগ শোক, সদা শান্তি সুখময়,
ভূচর খেচর, নাগ কি কিন্নর, কেহ নিরানন্দ নয়,
হেন বাসভূমে, কেন প্রিয়তমে, অপ্রফুল্ল ভাব হেরি,
কীটাণু কুসুমে, পশে মর্ত্ত্য ভূমে, এ ধামে নহে সুন্দরি!

মদিরা। হ'তে পারে—আমার যে দুঃখ তোমাকে বল্লেও যা, না বল্লেও তা—

কারে বলি প্রাণনাথ! মনের বেদনা।
তুমি ত সে সব কথা জেনেও জান না।
সবে মাত্র এক কন্যা স্নেহের বন্ধন।
কাদম্বরী চন্দ্রমুখী জীবনের ধন।
নবীন যৌবনে কন্যা ভুবনমোহিনী।
প্রিয়সখী বিরহেতে থাকে বিষাদিনী।

প্রাণের দুহিতা মোর কত সাধ করে।
সঁপিতে বাছারে যোগ্য জামাতার করে।
আত্মসুখে মত্ত থাক নাহি কোন ভার।
আমারে ভাবনা-বহ্নি দহে অনিবার।

চিত্র। এই তোমার দুঃখ!—আমি ভাব্‌ছিলাম আর বা কি হবে—
পরিহর প্রিয়তমে! ও সব ভাবনা।
যা আছে বিধির মনে হইবে ঘটনা।—
ভাল, বয়স্য! এমনি একটী গীত গাও ত হে, যাতে প্রিয়তমার প্রবোধ জন্মে—

গীত।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল আড়াঠেকা।

বয়। কেন দেবি! মহারাজে দোষী কর অকারণে,
বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা খণ্ডে তাহা কোন্ জনে?
সে সুদিন হবে যবে, আপনি বর দেখা দিবে,
বৃথা চিন্তা কেন তবে, কি ফল বল যতনে।
আমরা নহি মানব, দেবের সম বিভব,
ঈশাদেশে অবশেষে, লভিব জামাতা ধনে।

মদি। রেখে দাও তোমার "ঈশাদেশ"!—বলি, প্রিয়সখি! এই খোসামুদে ঠাকুরটিকে কিছু শিক্ষা দিতে পারিস্?—

সখি। কেন পারব না?—
কি বলিলি বিদুষক! তোর মুখে ছাই।
বিনা যত্নে বিধি বুঝি দিবেন জামাই?
যতনে রতন মিলে, মনের মতন,
দেবে দিবে কাপুরুষ জনের বচন!

গীত।

রাগিণী বাহার—তাল খেমটা।

আমরা নারী বুঝতে নারি, বিধির বিধান,

আইবুড় যার বুড় মেয়ে, তার কি রোচে অন্নপান।
ঘরেতে যুবতী মেয়ে, যে তারে না দেখে চেয়ে,
"বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা" সেইখানে বিধি ঘটান!

(জটাধারীর প্রবেশ)

জটা। ভাল ত কিন্নরকণ্ঠি! গাইলে বাহার,
কোন্ বাঘের ঘরেতে কোন্ ঘোগের বিহার?

দাসী। আপনার নাতিনীর বিয়ের বয়স,
অতীত হইলে লোকে হবে অপযশ।
উদাসীন মহারাজা, রাণী বিষাদিত।
করুন আপনি বিজ্ঞ! যে হয় বিহিত।

জটা। অবশ্য!—এ অযৌক্তিক কথা নয়—
যাই তবে কাদী শালীর নিকুঞ্জভবনে,
দেখি, দেখি এ যুবারে ধরে কি না মনে! [প্রস্থান।

চিত্র। প্রিয়ে! তোমার পিতাঠাকুর কি বলে গেলেন?

মদি। যেতে দাও—বুড় হলে বাহাত্তুরে পায়।

[সকলের প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্তন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাদম্বরীর প্রমোদবনপ্রান্তে রতি ও মদনের প্রবেশ।

মদ। (কুসুম শরাসন হস্তে)—কি মনোহর স্থান—
এই ত সে মনোহর প্রমোদ কানন!
দেখিব সে বালিকার বৈরাগ্য কেমন!
আমার প্রভাবে কাঁপে সকল সংসার,—
নবীনা যুবতী বালা, সে বা কোন্ ছার!

রতি। ছি ছি নাথ! হেরি তব এ কি ব্যবহার!
অবোধ বালিকা প্রতি কেন অত্যাচার ?
আজ কালি মর্ত্ত্যলোকে সুশিক্ষার সনে,
প্রবেশিছ কত শিশু বালিকার মনে।
শিশুভাব ছাড়ি, শিশু ফিরে পশু ভাবে;
অষ্টমে গর্ভিণী হয় তোমারি প্রভাবে।
কাজ নাই চল যাই, এ গন্ধর্ব্ব-বাস!
কি করিতে কিবা শেষে হবে সর্ব্বনাশ!
কেন প্রাণনাথ! হায়! স্মরিলে শিহরে কায়,
বিপদ ঘটাবে অকারণ ?
ব্যোমকেশ-কোপানল, কি না করেছিল বল,
ক্ষম নাথ! ধরিগো চরণ।
গন্ধর্ব্ব দেবের সম, ইন্দ্রিয় সংযম দম,
শিখে সদা জানে মায়াজাল,
শুনেছি এদের কাছে, ঈশ্বর আবদ্ধ আছে,
কাজ নাই ঘটায়ে জঞ্জাল।

মদ। কেন প্রিয়ে! ভয় কিসের ?
এমন সুখের স্থান গন্ধর্ব্বনিবাস!
ত্যজিয়া যাইতে কোথা করিয়াছ আশ ?

রতি। তবে শুনুন—

গীত।

রাগিণী পিলু—তাল ভরতঙ্গা।

যাই চল প্রেম-কাঙ্গাল দেশে রব চিরকাল!
যথা অলি, উঠ্‌তে কলি, ছুটে পালে পাল।
গলিত পলিত দলে, ললিত প্রফুল্ল ফুলে,
ভ্রমিছে ভ্রমরা নাহি মানে কালাকাল।

মদ। আচ্ছা প্রিয়ে! তাও হবে—একি!
কেন হেন অকস্মাৎ উজ্জ্বল কানন!—
এই যে বসন্ত সখা দিলা দরশন।

(বসন্তের প্রবেশ)

বস। যথায় মন্মথ রতি হন অধিষ্ঠান,
বসন্ত তাঁদের পিছে করেন প্রয়াণ।
তা যাক্ বল না সখে! কি ভাবিয়া মনে,
প্রিয়া সহ এ সময়ে গন্ধর্ব্বভবনে?
বুঝিয়াছি বিরাগিণী গন্ধর্ব্ববালার.
করিতে হইবে মনে সাত্বিক বিকার।
তা ত হবেই হবে।—
ভাল সখে! চির এক বাসনা আমার।
জিজ্ঞাসিব মনে করি নাহি পারি আর।
সদা রতি দেবী সাথে, তাই কুতূহল,
মিটাইতে ভয়, পাছে নির্ব্বাণ অনল,
বিধূমিত করে এঁর মানস-আকাশ,
তাই চেপে যাই মনে গণিয়া সন্ত্রাস!

রতি। বল সখে! কি বলিবে কি বাসনা তব?
পিককণ্ঠে অসম্ভব কাকের কুরব।
প্রিয়মুখে মিষ্ট লাগে অপ্রিয় কথন,
কিন্তু অতি কষ্টকর সন্দেহ-দহন!

বস। ক্ষম দেবি! গাই তবে—

গীত।

রাগিণী সোহিনী—তাল দাদ্‌রা।

স্মর! হরকোপানলে অনঙ্গ হলে কেমনে?
শুনেছি অমৃতপানে, অমর অমরগণে।

চক্রাহত রাহু কেতু মরিল না সুধা হেতু,
তুমি দেব ! সে অমৃতে অমর না হলে কেনে ?

মদ। এই কথা !—তবে উত্তর শ্রবণ কর—

গীত।

রাগিণী সোহিনী—তাল দাদ্‌রা।

অমৃত বণ্টন কালে গ্রহি নাই সে নিমন্ত্রণ,
জানি রতিমুখামৃত অনন্তায়ু চিরন্তন।
যার আছে হেন সুধা, তার কি অমৃতে ক্ষুধা,
তাই ছাই অমরত্বে, করি নাই আকিঞ্চন।

বস। ঘুচিল সন্দেহ আজি গাও রে আনন্দ মনে,
রতি, রতিপতি প্রেম, নিখিল জগত জনে।

[সকলের প্র

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রমোদবন—কাদম্বরী লতামণ্ডপে আসীনা।

কাদ। (স্বগত) কেন মন অকস্মাৎ হ'লো উচাটন ?
কে যেন ভাঙ্গিছে মোর বৈরাগ্যের পণ !
বিলাস বাসনা সুখে দিয়া জলাঞ্জলি,
মহাশ্বেতা-দুঃখে মন দিয়াছিনু ঢালি !
নৃত্য, গীত, বেশ, ভুষা, রঙ্গরসে মন
উদাসীন ছিল ; এই সুরম্য কানন,
ক্ষণ পূর্ব্বে ভেবেছিনু অরণ্য বিজন ;
দিক্ সব উজলিল, হাসিল এখন।
মন্দ গন্ধবহে মন করিছে হরণ,
অকালে বসন্ত কেন করি নিরীক্ষণ ?

কোকিল কোকিলা রব কিবা মধুময়,
ভ্রমর-ঝঙ্কারে চিত চমকিত হয়!
দুরু দুরু করে হিয়া আবেশে অলস,
কিবা চাই?—নাহি পাই!—না বুঝি কারণ,
আচম্বিতে একি ভাব হ'লো সংঘটন!

গীত।

রাগিণী ঝিঝিট—তাল জলদ তেতালা।

কেন গো হইল মন হেন উচাটন?
প্রমত্ত হতেছি কেন বিনা সিধু পরশন।
ইচ্ছা করে শারি শুকে, দেখি দোঁহে মুখে মুখে,
কপোতী কপোতে হেরি প্রেম-কণ্ডুয়ন।
মাধবী লতারে নিয়ে, রসাল বরেতে বিয়ে
দিয়া দোঁহে সাধ করে হেরিতে মিলন।

(কাদম্বরীর গীতাবসরে বালচন্দ্রিকা, কুসুমমালিকা, বিদ্যুল্লতা, ইন্দ্রপ্রভা সহচরীগণের প্রবেশ।)

বাল। (জনান্তিকে) প্রিয়সখীর আজ ভাবান্তর দেখ্‌ছি কেন?—

কুসু। (জনান্তিকে) তাই ত গা!—

বাল। একি, সখি! প্রেমের নদে নাম্‌লো নাকি ঢল?

কুসু। একাদশী জান্‌বে কোথা ডুবে খেলে জল?

ইন্দু। মন কলা খাচ্ছিল সখি! তোরা সাধ্‌লি বাদ!

বিদ্যু। আমি কিন্তু ভাগ বসাব, পেতে রসের ফাঁদ!

ইন্দু। হ্যাঁ লা বিদ্যুল্লতা! তোর যে দেখছি গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি?

বিদ্যু। কাঁদি পাব কোথায় ভাই! তোদের জন্য ঠঁটে কলাটিও পড়তে পায় না!

কাদ। কেন লো সঙ্গিনি! ছিনু একাকিনী, সুখের স্বপন মম,

ভাঙ্গিলি অকালে, যার মায়াজালে, ছিনু মন্ত্রমুগ্ধসম !

বাল। এর মধ্যে কে এসে মন্ত্র পড়্‌লে সখি ! যে তুমি মুগ্ধ হ'লে ?

বিদ্যু। তা এখনও বুঝতে পারছিস্ না ?—উনি ঐ মদন গুরুর কাছে নূতন মন্ত্র গ্রহণ করেছেন !

কাদ। সখি ! কেমন করে তোদের বুঝাব !—

যেন এক জন, দেখিনি নয়ন, হৃদয় সকাশে পশি।
বৈরাগ্যের পাশ, ছিঁড়িয়া উল্লাস, প্রকাশিল হাসি হাসি।
নিজ করস্থিত, মুকুর অদ্ভুত, স্থাপিল সম্মুখে মম,
ধরা মধুময়, মধু স্রোত বয়, কি হেরিনু অনুপম।
উদাসীন চিত, অমনি মোহিত, প্রমত্ত হইল সুখে,
কেন হেন কালে, আসি তোরা মিলে, ফেলিলি আমায় দুঃখে !

সকলে। বুঝেছি !—বুঝেছি !—

গীত।

রাগিণী পরজ—তাল খেম্‌টা।

আর কেন লো ! বরণ ডালা, সাজাই চল সত্বরে,
রাজজামাতা, আসছে হেথা, নাই কো বহু দূরে।
বাসর ঘরে, আমোদ করে, ভাঁজব গলা মধুর স্বরে,
সখীর বঁধুর গলা ধরে, ভাসব সুখ-সাগরে !

(গীতাবসরে জটাধারীর প্রবেশ)

গীত।

রাগিণী পরজ—তাল খেম্‌টা।

জটা। কৈ কোথা লো বরণডালা আন না ছুঁড়ী জুটে !
বর এসে কি ছাঁদনা তলায় ভিজবে রোদের চোটে ?
মদ্‌না শালা এমনি পাজি, ঘরজামায়ে কল্লে রাজি,
ভয় পাছে রতি রূপে মজি, কামকে দেখায় ঠঁটে।

বাল। (দাড়ি ধরিয়া) আ মরি কি রূপের কুঁড়ি, পোড়ার মুখে ছাই।

কুসু। (গালে ঠোকনা দিয়া) বিয়েপাগলা বুড়ো বরে, সখীর কাজ নাই।

বিদ্যু। (হস্ত চালাইয়া) তা বলোনা, পাকা দাড়ি দেখ্‌তে কেমন শোভা।

ইন্দু। (হস্তনাড়িয়া) বোকা পাঁঠার ক্যাবা মারা, লেড়ে দেড়ের তোবা!

কাদ। (লতামণ্ডপ হ'তে আসিয়া) যাবল তাবল, কিন্তু আমিত ছাড়বনা!

রতি মাগি ছারকপালি, তাই ভাগ্যে ঘ'টল না।

ইন্দু। আমায় বিয়ে কর্‌বে গোঁসাই? দাড়ি উপড়ে দিব।

জটা। (বিরক্ত ভাবে) দাড়ি উপ্‌ড়ে!—

ইন্দু। (দাড়ি ধরিয়া) দাড়ি আঁচড়ে দিব!—কানেও শুন্‌তে পাও না?

জটা। (আহ্লাদে) ভাল, ভাল!—

বিদ্যু। আমায় যদি বর, তোমায় কানছেঁচা খাওয়াব।

জটা। (ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া)—কান্‌ছেঁচা?—

বিদ্যু। (দন্ত বদ্ধ করিয়া) কানের মাথা খেয়েছো?—পানছেঁচা খাওয়াব।

জটা। সে ভালই ত!—সে ভালই ত!—দাঁতগুলো একটু নড়েছে!—

কুসু। (মুষ্টি দেখাইয়া) আমায় নিলে, একটি কিলে কুজ্‌টি সোজা হবে।

জটা। (উল্লাসে) তা হলে চিত হয়ে শুয়ে বাঁচ্‌ব!

বাল। (হস্ত নাড়িয়া) আমার গিন্নী কল্লে তোমার সিন্নি স্বর্গে যাবে!

জটা। তোবা! তোবা! আমি কি লেড়ে?—তবে আয়—

একেবারে সকলেরে করিলাম বিয়ে;

বাসর ঘরে, রাসের লীলা, করি চল গিয়ে।

সকলে। গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়খেমটা।

আয়লো আলি, রসের কলি, বুড় অলির কাছে।
মনের মতন, আর কি এমন, রসিক রতন আছে!
মোরা সব রূপের ডালি, কাট্‌বো নাকে রসকলি,
লব ঝুলি যাব চলি, বুড়োর পিছে পিছে!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

চৈত্ররথ কানন—মহাশ্বেতার আশ্রম।

প্রথম দৃশ্য।

মহাশ্বেতা উপস্থিত।

মহা। (বৃক্ষাবলম্বন করিয়া স্বগত)

কে বলে বিজন বন অসুখ কারণ ?—
প্রেমহীন শূন্য মন সজনে বিজন !
বিভু প্রেমময়, তাই যোগে বা বিয়োগে,
অনন্ত আনন্দ প্রেমী, অজস্র সম্ভোগে।
ধ্যানে, কি ধারণে, কিম্বা সমাধি সাধনে,
ক্রিয়া ভেদে প্রেমানন্দ ভুঞ্জে সাধুগণে।
বিয়োগ শরীরে মাত্র, মনে কি কখন
আনন্দ সম্ভোগ ছাড়া প্রেমিক যে জন ?

সে দিন প্রিয়সখী কাদম্বরী আমার সান্ত্বনার জন্য গাচ্ছিলেন—

গীত।

রাগিণী ধানশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

প্রেম মরীচিকার্ণবে শান্তি নিধি যেবা চায়,
নীরদ প্রতিম নভে ভ্রান্ত সে চাতক প্রায়।
সংসারে প্রেম কামনা, সে কেবল বিড়ম্বনা,
দিবে কিন্তু পাইবে না, লাভ মনস্তাপ তায়।
তবে রে অশান্ত মন, বৃথা ভ্রমে ভ্রম কেন,
সত্য নহে এ স্বপন, মায়ার ছলনা হায় !
চল শান্তিধাম যথা, প্রেম প্রস্রবণ তথা,
অনন্ত যাতনা ব্যথা, শান্ত হবে সমুদয়।

তবে কি জগতে প্রেম নাই? না, না! জগদীশ্বর প্রেমময়!—তাঁর রচনা কি কখনও প্রেমশূন্য হতে পারে!—

গীত।

রাগিণী কেদারা—তাল জলদ তেতালা।

যে বলে প্রেম সুধানিধি জগত হতে অতীত।
প্রকৃত প্রকৃতিতত্ত্ব জানা তাহার উচিত।
অয়স্কান্ত লৌহ সনে, রহে চির সংমিলনে;
গুণজ প্রণয় গুণে, উভয়ে অনন্যগত।
রূপজ প্রেমের বলে, পতঙ্গ পড়ে অনলে,
ভ্রমর কেতকী দলে, লাঞ্ছনে না হয় ভীত।
প্রেমে লয় যদি হয়, তথাপি সে ত্যজ্য নয়,
এ সংসার মরময় প্রকৃতির এই রীত।

(চন্দ্রাপীড়ের প্রবেশ।)

চন্দ্রা। আহা! কি বীণা-বিনিন্দিত মধুর কণ্ঠ! মানবে কি ইহা সম্ভবে? —না!—

মহা। (আগন্তুককে অবলোকন করিয়া) আহা! কি কমনীয় মূর্ত্তি! এ কি দেবমূর্ত্তি অবলোকন কচ্ছি!—(সম্মুখে অগ্রসর হইয়া) দেব! কো ভবান্?—

চন্দ্রা। পথশ্রান্ত অতিথি।—

মহা। আগচ্ছতু—উপবিশতু ভবান্। (আসন প্রদানপূর্ব্বক বীজন)

চন্দ্রা। শান্তিঃ—শান্তিঃ—

মহা। (অর্ঘ্য লইয়া) ইদমর্ঘ্যং—

চন্দ্রা। (অর্ঘ্যগ্রহণ করিয়া) স্বস্তি!

মহা। (ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া) হে বনপাদব! অতিথি সমাগত, ভিক্ষাং দেহি?—(বৃক্ষ হইতে ফল পুষ্প পতন, এবং মহাশ্বেতা তাহা সংগ্রহ করিতে করিতে প্রস্থান।)

চন্দ্রা। (স্বগত) অহো! তপস্যার কি অচিন্তনীয় প্রভাব! অচেতন বনস্পতিও দেবীর প্রার্থনা পূরণ কর্‌লে! সাধু! সাধু!—

নবীন যৌবন, সবে সংঘটন, একালে সংসারত্যাগী!
বুঝি এ কামিনী, গিরীন্দ্রনন্দিনী যোগিনী ভবের লাগি।
তাই বা কেমনে?—
তবে কোন বালা, পেয়ে কোন জ্বালা, জুড়াতে তাপিত প্রাণ,
যোগের প্রভাবে, কি নাহি সম্ভবে, তাই এই অনুষ্ঠান!

(অদূরে ফল ও জলপাত্র স্থাপন করিয়া মহাশ্বেতার প্রবেশ।)

মহা। সামান্য আতিথ্য এই করিলে গ্রহণ,
কৃতার্থ হইবে মম সন্তপ্ত জীবন।—

চন্দ্রা। কি কথা শুনিনু দেবি! শোক হুতাশন
সন্তাপিত করে কি গো তাপসীর মন?

—চলুন দেবি! আপনার প্রদত্ত ফল জল গ্রহণ ক'রে জীবন সার্থক করি! (ভোজন করিতে করিতে)

দেবীর সৌজন্যে চিত্ত পাইল আশয়।
জিজ্ঞাসিতে কোন কথা অভিলাষ হয়।
বৈরাগ্যকারণ যদি ক্ষমি প্রগল্‌ভতা—

মহা। এ আহারসামগ্রী আপনার নিতান্ত অযোগ্য, তা ভগবান্‌ও ভক্তপ্রদত্ত কটু তিক্ত ফল ত্যাগ করেন নাই!—

চন্দ্রা। সে সখাপ্রদত্ত, তা আমার কি এমন সৌভাগ্য হবে?

মহা। জগতে সখ্যভাব ভ্রাতৃভাব হতেও পবিত্র।—

চন্দ্রা। ধন্য আপনার উদারতা—(ভোজন সমাপনান্তে) দেবি! এ প্রসাদ রাজভোগকেও ভুলাইয়া দিল। (ভোজনাসন ত্যাগ)

মহা। মহাত্মন্, তবে রাজকুলের ভূষণ! (বৃক্ষ হইতে অজিন গ্রহণ করিয়া) ভগবান্ বটপত্রে শয়ন করেছিলেন, তবে এ শয্যায় শরীর রাখতে পারেন। মহাভাগ, জানতে ইচ্ছা করি আপনি কোন্ রাজবংশ অলঙ্কৃত করেছেন?—

চন্দ্রা। (স্বগত) কি করি! পরিচয় দিতে হচ্ছে।—(প্রকাশ্যে)—

উজ্জয়িনী ধামে, তারাপীড় নামে, সসাগরা ধরাস্বামী।
মা বাপের ধন, জীবন বন্ধন, সবেমাত্র পুত্র আমি।
যুবরাজ পদ, সকল সম্পদ, লভিয়াছে এ তনয়।
পিতার আদেশে, ভ্রমি নানা দেশে, করিবারে দিগ্‌বিজয়।
প্রতাপ পিতার, কি কহিব আর, অবিজিত নাহি স্থল।
যথা তথা যাই, করদ সবাই, করতলে মহীতল।
কিন্নর মিথুন, করি দরশন, হয়ে তার অনুগামী।
বহু পুণ্য বলে, এই বনস্থলে, দেবীরে হেরিনু আমি।

বন্ধুত্বের অভিজ্ঞান স্বরূপ এই অঙ্গুরীয়কটী গ্রহণ করলে চরিতার্থ হব।

মহা। (অঙ্গুরী গ্রহণ করিয়া) যুবরাজ! আভরণ ত আশ্রমে ধারণ করতে নেই (অঙ্গুরীয়কস্থ নামাক্ষর পাঠ করিয়া) আপনার নাম চন্দ্রাপীড়!—যদি জগদীশ শুভদিন দেন, তবে এটি আপনার কাছে চেয়ে নিব। (অঙ্গুরীয় প্রত্যর্পণ)

চন্দ্রা। আপনার শোকের কারণ শ্রবণ ক'রতে মন উৎসুক হয়েছে, যদি কুতূহল চরিতার্থ ক'রতে বাধা না থাকে, বর্ণনা ক'রলে সন্তোষ লাভ করি—

মহা। একান্ত হে যুবরাজ! থাকে কুতূহল।
অধীর না করে যদি সে শোক-অনল।
খুলিব মনের দ্বার করিবে দর্শন।
সন্তপ্ত হবে না বল পথিক সুজন?

চন্দ্রা। ভূমিকা শুনে যে ভয় হচ্ছে!

মহা। শ্রবণ করুন—

ত্রিলোক বিদিত নাম দক্ষ প্রজাপতি,
মুনি ও অরিষ্ট' নামে দুই কন্যা তাঁর,

মুনিগর্ভে চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের পতি,
অরিষ্ট তনয় হংস জনক আমার।
আমার জননী গৌরী হংসের মহিষী,
এ অভাগী জননীর একমাত্র ধন,
পিতা মাতা পালিলেন যত্নে দিবানিশি,
হায়! শেষে হইলাম শোকের কারণ।
একদা জননী সহ মধু আগমনে,
আসিলাম স্নান হেতু অচ্ছোদের ধারে,
অপূর্ব্ব সৌরভ এক বহিল পবনে,
অন্ধ হয়ে চলিলাম গন্ধ অনুসারে।
অদূরে হেরিনু এক তাপস কুমার,
শ্রবণে শোভিছে দিব্য কুসুম মঞ্জরী,
বুঝিলাম ছুটিয়াছে সৌরভ তাহার
বায়ুভরে দশদিক আমোদিত করি।

—তার পর যৌবন, মদন, তাঁর রূপ, বসন্ত, অথবা সেই সেই স্থানের রমণীয়তা, জানি না কে আমাকে উন্মাদিনী করিল! তাঁর বয়স্যের মুখে শুনিলাম, তিনি মহর্ষি শ্বেতকেতুর পুত্র—নাম পুণ্ডরীক।—

জানি না কটাক্ষে তাঁর কি মোহন বাণ,
দেখা মাত্র হরে নিল অবলার প্রাণ।
কোথা লজ্জা, কোথা ভয় করিল প্রয়াণ,
অমনি বিবশা হয়ে হারালাম জ্ঞান!

হায়! তার পর বলতে হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে—হা নাথ! পুণ্ডরীক! আর কি সে মুখ পুণ্ডরীক দর্শন পাব? উঃ কি সর্ব্বনাশ! সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে! প্রাণ অবসন্ন হচ্ছে—আর পারি নে—(বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত ভাবে উপবেশন।)

গীত।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

দুঃখ বলিব কি হায় !

আমার বিরহে, প্রাণনাথ দেহে, প্রাণ বায়ু শেষে হইল বিদায় !
চন্দ্রলোকে এক উজ্জ্বল মুরতি, কোলে হতে মম হরে নিল পতি,
আশ্বাসিল প্রাণ রাখ সতি, পতি পাবে পুনরায়।
তপস্বিনী আমি তাঁহারি কারণে, তাঁহারি আশায় রেখেছি জীবনে,
এ বিজন বনে, আছি নিশি দিনে, তাঁরি ভাবনায়।
নিদারুণ বিধি, একি তোর বিধি, হাতে দিয়া শেষে হরিলি সে নিধি,
আমি তদবধি, কাঁদি নিরবধি, প্রাণের জ্বালায় !

চন্দ্রা। না দেবি ! আর শুন্‌তে চাই নে—প্রাণ আকুল হচ্ছে ! বু'ঝলাম আপনার প্রাণেশ্বর কোন অলৌকিক ঘটনায় চন্দ্রলোকে নীত হয়েছেন, দেবানুগ্রহে কি না সম্ভবে ? আবার অবশ্যই তাঁরে পাবেন। হায় ! সেই সকল বৃত্তান্ত শুন্‌তে যেয়ে আমিই আপনার এই শোকের কারণ হলেম !

মহা। (একখানি পুস্তক দিয়া) এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সমস্ত লিখে রেখেছি—

সময়েতে সবিশেষ হইবেন জ্ঞাত।—
শ্রান্ত পান্থ ! শয়নের কাল সমাগত।

এখন শয়ন করুন, প্রাতে দর্শন লাভ করে চরিতার্থ হব।

(চন্দ্রাপীড়ের শয়নকক্ষ রুদ্ধ, কেয়ূরকের প্রবেশ।)

কেয়ূ। দেবি ! প্রণিপাত করি ; রাজকুমারী কাদম্বরী অসুস্থ হয়েছেন ; মহারাজ ও মহিষীর ইচ্ছা আপনার প্রিয়সখীকে একবার দেখে আসেন—

মহা। কি অসুখ হয়েছে কেয়ূরক ?—

কেয়ূ। শারীরিক এমন কিছু নয়, আপনার অকাল বৈরাগ্যই তাঁহার মনের অসুখের কারণ—

মহা। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) আমি কল্য প্রাতেই তথায় গমন

করবো। তুমি দুইখান যান—একখান রাজকুমারের গমনোপযোগী—এবং অনুচরবর্গ সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত থেকো।

কেয়ূ। যে আজ্ঞা, বিদায় হই।—

[প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান।

মহা। (স্বগত) যুবরাজকে হেমকূটে যাওয়ার অনুরোধ কল্লে কি কথা রা'খবেন না ? না এমন মধুর আকৃতি, কখনও প্রত্যাখ্যান করবেন না।—

অলোকসামান্য রূপ প্রকৃতি নির্ম্মল,
ধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি দৃষ্টান্তের স্থল ;
গন্ধর্ব্ব মানব শ্রেষ্ঠে সম্বন্ধ বন্ধন,
অনুচিত কিসে ? আমি না বুঝি কারণ ;
এ লাবণ্যে গলে যদি সখীর হৃদয়,
রাজাও সম্মতি ইথে দিবেন নিশ্চয়।
সাধিতে হইবে কার্য্য কিন্তু সংগোপনে,
প্রকাশেতে সিদ্ধি হানি বলে বিজ্ঞজনে।

বিধি বুঝি প্রিয় সখীর জন্যই এই অমূল্য রত্নটির সৃষ্টি করেছেন, কাদম্বরীকণ্ঠই এ আভরণের প্রকৃত স্থান। আহা! প্রিয়সখীকে আমি কত ভাল বাসি! যাহা কিছু জগতে সুন্দর বা উৎকৃষ্ট, আমার সখীর হলেই আমার সুখ বোধ হয়।

দৃষ্টিমাত্র সর্ব্ব শোক করে নিবারণ
যে যাহার প্রিয়, তার না জানি কি ধন !

সখীও আমার জন্য সর্ব্বত্যাগিনী—আমার শোকে তিনিও সংসারের সাধ, আহ্লাদ সকলি বিসর্জ্জন করেছেন। (ক্ষণকাল ধ্যানমগ্ন থাকিয়া) এ কি! বন-বিহগেরা ডাকছে যে, প্রভাত হলো না কি ? তাই ত ! একটুও বিশ্রাম কর্‌লেম না ! অথবা বিশ্রাম কোথায় ?—

যে অবধি হারায়েছি প্রাণেশ ! তোমায়
বিরামদায়িনী নিদ্রা ত্যজেছে আমায়।

(পুনরায় ধ্যানমগ্না ; কেয়ূরকের প্রবেশ।)

কেয়ূ। আহা ! দেবী কি কঠোর ব্রতই ক'রছেন ! ব'সে' ব'সে' রাত্রি শেষ ক'রলেন ?—

মহা। (সচকিতে) কে ও? কেয়ূরক !—

কেয়ূ। হাঁ দেবি ! প্রণাম হই। আদেশমত সমস্ত প্রস্তুত।

মহা। ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, এখনো রাজকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হয় নি। দেখি, সময়োচিত গীতে রাজকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হয় কি না ?—

গীত।

রাগিণী ললিত – তাল একতালা।

উঠরে নিদ্রিত, সারস ললিত, গাইছে বিভুর দ্বারে।
অরুণ তুরঙ্গে মাতিছে রঙ্গে, শুষিতে তুহিন প্রসূনাধারে।
স্খলিত দুকূল, কমলিনীকুল, আঁখি ঢুল ঢুল, কটাক্ষে হেরে,
(অলি) ছাড়ি ফুল্ল ফুলে, নবীন মুকুলে, কেলীকুতূহলে, নাচে রসভরে।

চন্দ্রা। (দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া) দেবি ! আপনি নিশ্চয়ই বীণাপাণির ঈর্ষাভাগিনী হবেন !

মহা। যুবরাজ ! স্তবের প্রয়োজন কি ? ফল মূল ত অমনিই পাবেন ?

চন্দ্রা। দেবি ! আপনার শোকবৃত্তান্ত পাঠ ক'রতে ক'রতে একবারও নিদ্রা যাইনি, আপনি যথার্থই রমণীকুলের অলঙ্কার ; আপনাকে সেবা ক'রলে সামান্য ফল কি, চতুর্ব্বর্গ ফল মিল্‌তে পারে !

মহা। এবার যে আরো বাড়াবাড়ি দেখ্‌ছি। তবে চতুর্ব্বর্গ ফলের চেষ্টা পাব ?

চন্দ্রা। আমি অসম্ভব মনে করিনে।—

মহা। তবে তাই হউক।—আপনি দিগ্বিজয়ে ভ্রমণ করে কিছুই কর্‌তে পার্‌লেন না। আমি একটি দিক্ দেখ্‌য়ে দিব ? যদি জয়ী হতে পারেন, পিতৃসাম্রাজ্য হতে তা কোন অংশে ন্যূন হবে না ?—

চন্দ্রা। আমাকে আজ্ঞাধীন মনে করবেন ; এ অনুগ্রহে আবার প্রার্থনা ?—

মহা। গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ ও রাজমহিষী মদিরার একমাত্র কন্যা, আমার দ্বিতীয় হৃদয়, প্রিয়সখী কাদম্বরীর মনের অসুখ শুনে তাঁকে দেখ্‌তে যাচ্ছি; তা আপনার যদি কোন বাধা না থাকে, সঙ্গে গেলে পরম সুখী হই, আর প্রিয় সখীও এ দুর্লভ অতিথি রত্নের অবশ্যই সমাদর কর্‌বেন।

চন্দ্রা। দেবীর অনুরোধ শিরোধার্য্য। চলুন।

মহা। আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হেমকূট—গন্ধর্ব্বরাজভবন।

চিত্ররথ, মদিরা, মহাশ্বেতা এবং জটাধারী আসীন।

চিত্র। বৎসে মহাশ্বেতে! যুবরাজকে দর্শন করে তোমার সখীর কিরূপ মনের ভাব বুঝ্‌তে পার্‌লে? আর যুবরাজ কি কাদম্বরীর প্রতি সত্যই অনুরক্ত ?—

মহা। যুবরাজকে দেখে অবধি সখীর সম্পূর্ণ ভাবান্তর হয়েছে—সখী আর সে বালিকা নাই, মুখমণ্ডলে স্থির, ও গম্ভীর ভাব, সর্ব্বদা অন্য-মনা। যুবরাজ সম্মুখে থা'কলে তাঁর দিকে ভালকরে চাইতে পারেন না, যেন পরাধীন হয়ে থাকেন; অনবরত স্বেদ জলে স্নান করেন, কপোল আরক্ত হয়, বক্ষঃস্থল কম্পিত হয়; যুবরাজের সঙ্গে আলাপ কালে প্রিয়সখী যেন তায় সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন, অথচ নিশ্বাস রোধ ক'রে সে কথাগুলি শ্রবণ করেন। যুবরাজেরও এই ভাব। এ দেখে বেশ বুঝেছি, উভয়েই উভয়ের প্রতি একান্ত অনুরাগী হয়েছেন।

মদি। আমার কি সুখের দিন! বৎসে মহাশ্বেতে! তোমা হ'তেই আমার এ রত্নলাভ, এস তোমায় আলিঙ্গন করি। (মহাশ্বেতাকে আলিঙ্গন ও মুখচুম্বন)

চিত্র। "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি"—শুনছি অনেক গুলি গন্ধর্ব্ব ভ্রাতারা জুটে এ শুভ কর্ম্ম যাতে না হয় তাই কোচ্ছেন; তাঁদের আপত্তিগুলি বড় চমৎকার,—বলেন নরলোকে বিবাহ দিলে নাকি গন্ধর্ব্বের জাতি-পাত হয়, আবার বলেন এখন নাকি আমার কাদম্বরীর বিবাহের বয়স হয় নি! কি আশ্চর্য্য!—

জটা। বাবাজি এর উত্তর আমার কাছে শুনুন—বেটারা মেয়েগুলকে দেবী বানাবার চেষ্টায় আছে।—দেবী কি অপদেবী করে তুল্‌বে, ঠিক বলা যায় না।—পতি, ভর্ত্তা, স্বামী, আর্য্যপুত্র, নাথ, প্রভু ইত্যাদি বলে যাঁ'র সম্বোধন করা উচিত, তাঁ'র নাম ধরে ডাকার উপদেশ করে! একদল আইবুড় ধেড়ে খুকী পুষেছে, বোধ হয় যেন বীজ রাখবে, তাই শুঁটকি কোচ্ছে। ওহে বাপু! পোকা ধরে চিটে হয়ে গেলে কি আর গজাবে? দেখ নি লতা যখন সতেজ হয়ে উঠে, তায় আশ্রয় না দিলে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে, তার পর প্রায়ই শুকিয়ে যায়। (জনান্তিকে) এ রোগ বাবাজিরও বিলক্ষণ আছে, তবে আপনার বেলা যে সেরে গেল এইটি সুখের। (প্রকাশ্যে) এই দেখুন তার সাক্ষী মহাশ্বেতা ছুঁড়ি—কি ছিল আর কি হয়ে গেছে! (জনান্তিকে) ও ছুড়ী! আমায় বিয়ে কর, দেখিস কেমন গজিয়ে উঠ্‌বি!

মহা। (জনান্তিকে) বুড়ীকে ছুঁড়ী সতীন দিও না, বড় জ্বালাতন হতে হবে।

কয়েক জন গন্ধর্ব্বের প্রবেশ।

জটা। কি মনে করে?—

১ম। প্রভুর কাছে একখানি আবেদন আছে।—

চিত্র। আমার পড়্‌বার অবসর নেই।

২য়। এ যে মহারাজেরি সম্বন্ধে—

জটা। বাপু হে তোমাদের এ সব অনধিকারচর্চ্চা কেন?

৩য়। মাথায় পড়্‌লেই যে গায়ে গড়ায়?—

চিত্র। গায়ে পড়ে, গা ঢেকে রেখো।—সোজাপথ ঐ, নিষ্ক্রান্ত হও।—

[রাগান্বিত ভাবে গন্ধর্ব্বগণের প্রস্থান।

বেটারা জ্বালাতন করে তুল্লে! কোথায় সকলকে নিয়ে আমোদ কর্ব্বো, না রাজ্য মধ্যে একটা হুলস্থূল বাধাবার যোগাড় কর্‌ছে!

জটা। এর মধ্যে সকল গুলই কিছু গন্ধর্ব্ব নয়, অনেক গুল গেছোও আছে।—তাদের ধরবার জন্য আমি এক কল ঠাঁউরেছি!—তার মধ্যে পাকা কলা আছে।—

মদি। পিতঃ ভেঙ্গে বলুন, এ উপহাসের সময় নয়!—

জটা। বাছা! আমি কি তোমাদের কাছে উপহাস কর্‌তে পারি?— তবে জামাতা বাবাজি রাজি হবেন কি না, তাই একটু ইসেরায় কথাটা পাড়্‌ছিলাম।

চিত্র। তা আপনি কি উপায় স্থির করেছেন, বলুন?—

জটা। চন্দ্রাপীড়ের সহিত আলাপে জান্‌লাম, তাঁদের মর্ত্ত্যভূমে না কি একপ্রকার কাশ্মীরিশাল ও ঢাকাইকাপড় হয়, তাঁকে দশসহস্র মুদ্রার সেই সকল কাপড় আনিয়ে দিতে অনুরোধ করেছি। বর, কন্যার গাত্রহরিদ্রার পূর্ব্বে সেই সকল মাঙ্গলিক দান বিতরণ করা হবে, দেখ্‌বেন কত বেটা এসে ঘুরে পড়্‌বে, আর দলে মিশ্‌বে।—

মহা। এই বুঝি আপনার কলা? তা ঠাকুরদাদা মহাশয়! এ গুলো দেখে যদি তারা ঘুরে না পড়ে, তবে কি সে গুলি আপনিই বদনে দিবেন?

জটা। আরে ছুঁড়ী রূপচাঁদের বড় মোহিনী শক্তি, তুই যে কুটীর বেঁধে তাপসী হয়েছিস, দাঁও পেলে বুঝতে পারি ছাড়িস কি না?

(গজবিক্রম, তারকসূদন, মকরকেতন ও মরালচরণের প্রবেশ।)

(সকলে গন্ধর্ব্বরাজচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক করযোড়ে দণ্ডায়মান।)

চিত্র। এস, এস! সকলের মঙ্গল ত?

মক। প্রভো! আপনার স্থাপিত এই ধর্ম্মের রাজ্যে অমঙ্গলের সম্ভাবনা কি? বিশেষতঃ প্রভুর কুশলেই এ দাসদিগের কুশল।—আমরা আপনার চিহ্নিত সেবক।—

চিত্র। সাধু! সাধু!—শুন্‌ছি আমার কতকগুলি অন্তরঙ্গ নাকি রাজকুমারীর বিবাহের বিপক্ষে উত্থিত হয়েছেন! কি সাহস! অজ্ঞেরা চিরকাল আমারি অন্নে প্রতিপালিত—

গজ। মহারাজ! সে রাজভক্তিহীন ভণ্ডদের শাসনের জন্য রাজশক্তির সাহায্য চাইনে, গজবিক্রমের বিক্রমেই সে ভণ্ডদল লণ্ডভণ্ড কর্‌তে সমর্থ।

চিত্র। না হে, তার কাজ নাই। এরা সব অবধ্য শত্রু,—"বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তু মসাম্প্রতম্" কৌশলেই কার্য্যসিদ্ধ করা উচিত, "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" তা বল্‌তে পার ওরা কি মতলব আঁট্‌ছে?—

গজ। মহারাজ! জ্ঞাতি শত্রু চিরকাল—ঐ যে রজত শিখরের অধিপতি, যিনি আপনার বরাবর বিপক্ষ, কজন নাবালগ জ্ঞাতি সহায় করে আপনার বিরুদ্ধে সভা কর্‌বে, আর শুন্‌লাম সেই সভায় না কি মহারাজকে একঘরে করা হবে?—

চিত্র। সভা হবে কোথায়?

গজ। আজ্ঞে, আপনারি সেই সাধারণ সভামণ্ডপে, আপনারি বিরুদ্ধে সভা কর্‌বে। এরেই বলে "বুকে বসে দাড়ি উপড়ান"।

মদি। নাথ! এখন আমি যাই, আমাকে অনেক কাজ দেখ্‌তে হবে—

চিত্র। আমিও মন্ত্রণার একটা শেষ করে অন্তঃপুরে যাচ্ছি।—

[মদিরার প্রস্থান।

ভাল, এ সভার কি একটা বিঘ্ন ঘটাবার কোন উপায় নেই?

মক। বিঘ্ন আর ঘটাতে হবে না। দান বিতরণের আয়োজন দেখে অনেকেই মহারাজের সহিত জ্ঞাতিবৈর ত্যাগ করেছে; এমন কি এই দানের গন্ধে অনেক অগন্ধর্ব্বও গন্ধর্ব্ব হ'ল! বল্‌ব কি? মহারাজ! সেই চিরশত্রু দূরবীক্ষণ শর্ম্মা, যে দেবর্ষি ঠাকুরের কর্ণে আমাদের প্রতিকূলে কত বিষ ঢেলেছিল, সেও নাকি সভা করে রাজ-

ভক্তি দেখা'বে, মহারাজ! এবার আমরা অনেকগুলি পুরাতন ও নব মিত্র লাভ কর্‌লাম।

চিত্র। আমি এদের কোনটাকেই বিশ্বাস করিনে। দেখো এ সকলের উপর বিশেষ দৃষ্টি রেখ। বৎস গজবিক্রম! তোমার বিক্রমেই আমার বিক্রম। এই নেও, রাজমোহর গ্রহণ কর, যখন যা ভাল বুঝ্‌বে, এই নামাঙ্কিত ক'রে সাধারণ রাজাজ্ঞা বলে' ঘোষণা ক'রতে পার।—

গজ। প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য। [সকলের রাজপদে পতন ও প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাদম্বরীর কক্ষস্থিত বিলাসভবন।

কাদম্বরী ও মহাশ্বেতা আসীনা। (চন্দ্রাপীড়ের অন্তরালে অবস্থান।)

কাদ। ভগিনি! তোমার দশা স্মরণ করে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যাবৎ তোমার এ নিদারুণ শোকব্রতের অবসান না হয়, তাবৎ আমিও সংসারী হব না,—প্রেমের কোমল সম্ভাষণে কর্ণপাত ক'রব না। সখি! এখন আমার সে প্রতিজ্ঞা কোথায়? আমার এ কি ভাবান্তর হলো! বিদ্যুল্লতা অনেক ক্ষণ হলো যুবরাজকে ডাকৃতে গিয়েছে, এখনও বোধ হয় তাঁর কাছে যেতে পারেনি—কিন্তু আমার এক মুহূর্ত্ত এক যুগ জ্ঞান হচ্ছে! সখি! তুমি আমার সকলই জান, তোমাকে না বলে কারে বল্‌ব? অন্যে কি আমার এ অবস্থা বুঝ্‌তে পারে?

মহা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) এ পথের পথিক যে হ'য়েছে সেই বুঝ্‌তে পারে।

কাদ। ভাই! বল ত তুমি কি পঞ্চবাণের সহচরী?—আমি তাঁর শাসন মানিনি বলে, তিনি কি আমায় দণ্ড দিবার জন্য—আমাকে হাস্যাস্পদ কর'বার জন্য—যুবরাজ বেশে স্বয়ং মন্মথ আমার কাছে উপ

স্থিত হলেন! আহা! আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি! কৈ আমি ত নিদ্রিত নই?

—প্রলাপীর কথা মাত্র জাগ্রতে স্বপন—
কাজে কি কথন তার হয় সংঘটন!
হায়! তবে আজ এ কি হলো বিড়ম্বনা,
স্বরূপ বল না, সখি! না করি ছলনা।

আমি তোমাকে ছলনা করি!—একথা তোমার মুখে শুন্‌তে হ'ল!—

গীত।

রাগিণী সিন্ধুখাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

মহা। বল না, ললনে! কেন ছলনা দোষে দূষিলে?
মিলন হিল্লোলে কি লো শীলতায় জলে দিলে!
দেখ্‌ব কি কৌশল বলে, এই অমল সলিলে,
সমল করিয়া দিলে, মলয়েরি পরিমলে!

কাদ। না, ভাই! আমি কি বল্‌তে কি বলেছি, ক্ষমা কর! তা আমার মন এত আকুল হচ্ছে কেন? তাঁর ত কোন অসুখ হয়নি? দূতীদের মনোরথের মত গতি হওয়া উচিত।—

মহা। আচ্ছা, ভাই! তিনি যদি বসন্তের পাখীর মত দুদিন পরে উড়ে যান, তা হলে তুমি কি কর?—

কাদ। কেন?—আমার এই তাপসী সহচরী সেই পাখীটি ধরে এনে দেয়, না হলে এই শূন্য দেহ-পিঁজ্‌রা খানি ভেঙ্গে ফেলি!—

(দ্বারে হাঁচির শব্দ।)

মহা। ঐ বুঝি যুবরাজ আস্‌ছেন—চল আমরা একটু লুকিয়ে থাকি, দেখি উনি এসে কি করেন। (উভয়ের অন্তরালে স্থিতি।)

(চন্দ্রাপীড় অগ্রসর)

চন্দ্রা। কৈ এঁরা কোথায় গেলেন?—

মনের মতন, রমণী রতন, কাহার প্রভাবে হায়!
কদিন হইতে, হৃদয় খনিতে, এসে হেসে চলে যায়।

সেই মায়াজাত, কত মনোরথ, মনে সদা সমুদিত,
নিভৃত চিন্তনে, জাগ্রত স্বপনে, মোহিত করিত চিত।
প্রারম্ভ যৌবনে, কল্পনা গগনে, নিরমিয়া রম্য বন,
অপূর্ব্ব ললনে, গঠি সযতনে, রময়ে রসিক জন।
কি মম ভাগ্যগুণে, মহাশ্বেতা মনে, স্নেহরস উপনীত।
বিধির বিধানে, আকাশপ্রসূনে, ফলে ফল আচম্বিত।

দরিদ্রে অমূল্য নিধি লভিলে যতন
করে কত, অবিরত, মনের মতন।
সুরক্ষিত হইলেও সতত শঙ্কিত,
ভয় পাছে কোন রূপে হয় অপহৃত।
কাদম্বরি ! তুমি মম দরিদ্র রতন,
তাই অদর্শনে মন এত উচাটন !
কবে সেই শুভলগ্ন হবে সংঘটন
হৃদয় কোষেতে দৃঢ় করিব বন্ধন।
এ জীবনে স্থানচ্যুত হবে না কখন,
জেনো এ প্রতিজ্ঞা মম যাবৎ জীবন।

মহা। (অন্তরাল হইতে মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী অগ্রসর হইয়া) আর কেন ?—এই নেও, এখন বাক্স খুলে বন্দ করে রাখ।—

চন্দ্রা। এই আপনাদের কথা শুন্‌ছিলাম, এর মধ্যে কোথা গিয়েছিলেন ?

মহা। আপনার দেখছি আড়িপাতা রোগটিও আছে ?—তবে জেনো সেটি সংক্রামক—

চন্দ্রা। তবে আপনারাও বোধ হয় আমি যাহা বল্‌ছিলাম শুনেছেন ?—

মহা। "ইট্‌টি মারলেই পাটকেল্‌টি খে'তে হয় !"

(বকিতে বকিতে বিদ্যুল্লতার প্রবেশ।)

বিদ্যু। ঘুরে ঘুরে মলেম ! এমন] দিক্ নেই যে খুঁজিনি—কৈ কোথায়

ত যুবরাজকে দেখতে পেলেম না। বোধ হয় আবার দিগ্বিজয় করতে গেছেন।—না, এই যে, বেশ!— কোন্ পথে এলেন?—

চন্দ্রা। যে পথে বিদ্যুৎ হাস্‌ছিল—

বিদ্যু। আলো আঁধারে পথ চিনে এলেন কেমন করে!

চন্দ্রা। থেকে, থেকে; বলি সকল দিকেই কি গিয়েছিলে?—

বিদ্যু। (রাজকুমারীকে দেখাইয়া) কেবল এই দিক্‌টি বাকি ছিল।

চন্দ্রা। ইনি কি একটা দিক্?

বিদ্যু। ইনি সকল দিকের উল্‌টো দিক্—মধ্যকেন্দ্র—বলি এত ক্ষণ কোথায় ছিলেন?

চন্দ্রা। দাদামহাশয়ের আদেশ মত, দেশ থেকে কতগুলো শাল আর কাপড় আনান হয়েছিল, তাই সে গুলো তাঁকে দিয়ে আস্‌ছি।

বিদ্যু। এ দিকে বিচ্ছেদ হুতাশনের ঝড় থামায় কে?

চন্দ্রা। কৈ তা'র ত কোন লক্ষণ দেখ্‌ছি না।

বিদ্যু। বটে—রাজকুমারি! সেই গীতটি গাওনা, কাল যুবরাজের অদর্শন জন্য যেটি বেঁধেছিলে?

কাদ। তুমি কেন গাও না?—

বিদ্যু। আমার ভাল করে মুখস্থ হয় নি। ইন্দু ও কুসুম সকালে গাচ্ছিল—

চন্দ্রা। তাদের তবে ডাক—এই যে নাচ্‌তে নাচ্‌তে সব আস্‌ছেন!—

(ইন্দুপ্রভা, কুসুমমালিকা ও বালচন্দ্রিকার প্রবেশ।)

বিদ্যু। "বিরহ গরলগ্রাসে" সেই গীতটা একবার গাওনা ভাই।

গীত।

রাগিণী পাহাড়ী-পিলু—তাল খেম্‌টা।

সকলে। বিরহ গরল গ্রাসে পড়িলে যে কেমন জ্বলি,
কেমনে জানাব, নাথ! ও মুখ হেরিলে সকলি ভুলি।
ভানু গেলে অস্তাচলে, নলিনী মলিনী জলে,
ভাসিয়া কি জ্বালায় জ্বলে, দেখ নাই কি আঁখি খুলি?

রবি প্রভাতে উদিলে, সুখে পুন আঁখি মেলে,
বিরহ যাতনা ভুলে, হাসে প্রেমরসে গলি।
তেমনি তব মিলনে, পাসরি দুঃখ দহনে,
তুমি ভাব মনে মনে, আমি সদা সুখে ফুলি !—

চন্দ্রা। চমৎকার গীত ! কিন্তু আমার ত আর সঙ্গী এখানে কেউ নেই যে উত্তর দিবে !—

মহা। কেন এ সঙ্গিনীটিকে ভুল্‌ছেন না কি ?—বলুন না আমি ইহার উত্তর দিচ্ছি।—

চন্দ্রা। তবে তাই হউক—

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

মহা। বিরহ বিধান বিধি করেছেন সুখের তরে,
না বুঝি প্রকৃত তত্ত্ব, অন্যায় দূষিছ তাঁ'রে।
যদি ভানু অবিরত, অনন্ত শূন্যে থাকিত,
নলিনীর কি দশা হ'তো, ভাবিয়া দেখ অন্তরে।
অবিরত করাঘাতে, অবসন্ন হ'তো চিতে,
দেখ তা'র বিপরীতে, কি শোভা নলিনী ধরে !
কমলিনী রতিশ্রমে, ছাড়ে নিজ প্রিয়তমে,
জানিলে তা প্রাণোপমে, ভ্রান্তি তব যেত দূরে।
বিচ্ছেদান্তে হলে সঙ্গ, উথলে রস তরঙ্গ,
প্রেমিকেই সেই অনঙ্গ, রঙ্গ রস ভরে ফেরে।

কাদ। এটি কিন্তু সখীর মনগড়া কথা !

মহা। তোমার ভাল না লাগে বক্‌সিস দিও না—বলি যুবরাজ ! কিছু পেতে পারি ?

চন্দ্রা। দেবীকে অদেয় কি আছে ?—

মহা। বটে ?—এর উত্তর কাদম্বরী দেবে এখন !—রোদ পড়েছে,

যাও প্রমোদ বনে ভ্রমণ করগে—আমার অনেক কাজ আছে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

সাধারণ সভামণ্ডপ, হেমকূট—বহুজনসমাকীর্ণ।

(রণজম্বুক, দূরবীক্ষণশর্ম্মা, গজবিক্রম ও জটাধারীর প্রবেশ।)

সকলে। আসুন! আসুন! আস্তে আজ্ঞা হউক!—

গজ। এ সভায় রণজম্বুক মহাশয়ই উপযুক্ত বক্তা।—

রণ। না হে! বাগীশ্বরীর বরপুত্র দূরবীক্ষণ শর্ম্মা উপস্থিত থাকৃতে কি আর কাহারো বক্তৃতা সম্ভবে? বাগ্মিতার জোরে কত সময় যে কত তাকিয়ে ছিঁড়েছেন, তার কি ইয়ত্তা আছে?—আমি বরং সভাপতির আসন পরিগ্রহ কর্‌ছি। এক্ষণে আমার সুহৃৎ দূরবীক্ষণ শর্ম্মা যে বক্তৃতা কর্‌বেন আপনারা ধৈর্য্য সম্বল করে' শ্রবণ করুন। সে দিবস বিপক্ষেরা যেমন সভা কর্‌তে এসে ভয়ে পালিয়ে যায়, ইনি সেরূপ বক্তা নহেন—আপনারা কিছুকাল ইহাঁকে বিস্মৃত হইতে পারবেন না—

দূর। (সুদীর্ঘ কেশরাশি উন্মোচন পূর্ব্বক হস্তাবমর্শ, ও সকলের করতালি) হে সভ্য এবং অসভ্যগণ! (কেননা বিপক্ষ দলেরও কয়েকটীকে এখানে দেখ্‌ছি) রাজকুমারীর এ শুভবিবাহে প্রতিবাদ করা অতি বড় অভদ্রোচিত কার্য্য হইতেছে। এ বিবাহে তোমার আমার ক্ষতি কি? "পক্কান্নমিতরে জনাঃ" দুঃখের বিষয় এ সদর্থ কবিতার ভাব তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। একবার সকলে রাজবাটীর ভিয়ানশালার দিকে গমন কর, দেখিবে কি অপূর্ব্ব শোভা হয়েছে। মিঠাই সকল জালার প্রমাণে গঠিত, সুবক্র জিলাপী চক্রের রসে তুমি আমি প্রবেশ করে সন্তরণ করিতে পারি। কি পরিপাটীর রস-গোল্লা! দেড়ে হতভাগাদিগের ভাগ্যে থাক্‌লে ত

ঘট্‌বে ?—এস্থানে আমার একটি গল্প মনে পড়্‌ছে, বোধহয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে পাঠ করেছি,—(আয়ুর্ব্বেদে যে আমার কেমন অধিকার সংবাদপত্র যাহার দেখা আছে, তাহার আর অবিদিত নাই) আমি "ভাল চোক কানা করি, কানা চোক ভাল করি"—"যুবাকে বৃদ্ধ বানাই, বৃদ্ধকে যুবা বানাই।" আর আত্মপরিচয়ের আবশ্যক নাই। আমার গল্প এই—একদা কোন যোগী রাত্রিকালে কোন গ্রন্থে পাঠ করিলেন,—যাহার চতুর্ম্মুষ্টি দীর্ঘ দাড়ি, সে বড় মূর্খ। অমনি পাঠ ত্যাগ করিয়া আপন দাড়ি মাপিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে, মাপে সপ্তমুষ্টি হইয়াও কিছু অবশিষ্ট রহিল। ভাবিলেন, এ মূর্খতার চিহ্ন বহন করা অকর্ত্তব্য। ভাবিয়া, চিন্তিয়া শেষে অতিরিক্ত অংশে অগ্নি প্রদান করা স্থির করিলেন। দীপ সম্মুখে ছিল, যেমন তাহাতে দাড়ি সংলগ্ন করিলেন, অমনি দাড়ি ও মুখ দগ্ধ হইয়া তাহার মূর্খতা সপ্রমাণ করিল !—

স্বণ। কি এলো মেলো বক্‌ছেন ! কাজের কথা বলুন না ?—

দূর। তাই বল্‌ছি ; প্রতিবাদকারীদের সুদীর্ঘ দাড়ি, সুতরাং তাহারা মূর্খ বৈ আর কি হ'তে পারে ?—মূর্খের কথায় কর্ণপাত না করাই শ্রেয়। ইহারা আবার জ্ঞানী ও বড়লোক বলিয়া পরিচয় দেয় ! ইহাদের দ্বারা কোথায় কি কীর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে ? আমি দেশে বিদেশে কত কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছি—(নেপথ্যে) কাশী, বৃন্দাবন ছাড়া আর কোথায় ?—) সমস্ত কি বলা যায় ?—নিজমুখে আত্মগুণ কীর্ত্তন করা উচিত নয় ; অনুসন্ধান কর, জানিতে পার্‌বে।

স্বণ। (বিরক্ত ভাবে) যথেষ্ট হয়েছে, এখন ক্ষান্ত হও।—

দূর। এখনও পকান্নের বিবরণ শেষ হয় নাই, আর দান বিতরণের কথা ত পাড়িই নাই, তবে যদি অধিক সময় অতিবাহিত হ'য়ে থাকে, ক্ষান্ত হ'তেছি।—কৈ বিপক্ষ দলের লোক কে আছ, আমার কথার প্রতিবাদ কর ?—সকলেই যে নিরুত্তর ! বাবা ! এমন বক্তৃতা করি না, যে আর কেহ কিছু বল্‌তে পারে ! তবে এখন আসন পরিগ্রহ করিয়া নস্য গ্রহণ করি। (নস্য গ্রহণ !)

সকলে। তাই ভাল—বাঁচ্‌লেম!—(সকলের করতালি ও যথোচিত ধন্যবাদ।)

[গজবিক্রম, রণজম্বুক, জটাধারী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

গজ। বলি জম্বুক মহাশয়! এমন বেল্লিক্‌কেও কি বক্তার আসন দিতে হয়?

রণ। কে জানে মহাশয়! যে এমন ক'রে চলা'বে!

জটা। বেটা যেন ষাঁড়ের মত গর্জ্জাতে লাগ্‌লো!—

রণ। যা হোক্, এ সভায় লোক কিন্তু ঢের হয়েছিল; এতেই জানা যাচ্ছে, অনেকেই আমাদের পক্ষে।—

জটা। তা আবার বল্‌তে—আমি ঘড়া আদি বিলিয়ে শেষ করে উঠ্‌তে পাচ্ছি না!

রণ। (জনান্তিকে) স্বর্ণ-কুষ্মাণ্ড এ দলে ঢের আছে।—(প্রকাশ্যে) এরা বিরোধী হওয়ায় কিন্তু অনেক ঘড়া বেঁচে গেল না?—

জটা। তা'তে মহারাজ বড় সুখী হন নাই।—চলুন এখন যাওয়া যাক্।—

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

চিত্রকূট—রাজসভা।

(চিত্ররথ আসীন। মরালচরণ, মকরকেতন ও তারকসূদনের প্রবেশ।)

চিত্র। কিহে! সভার সমাচার কিছু রাখ?—

তার। ছোঁড়ারা সব রাস্তায় বল্‌ছিল যে এমন অসার বক্তৃতা কখনও কেহ শুনে নি।—

চিত্র। তারা বোধ হয়, প্রতিবাদীদের লোক হবে?—

মরা। অন্যান্য কথাবার্ত্তায় ত সেরূপ বোধ হলো না।—গজবিক্রম ও জটাধারী মহাশয় না এলে ঠিক্ বুঝা যাচ্ছে না।—

(জটাধারী ও গজবিক্রমের প্রবেশ)

জটা। আর বুঝ্‌তে হবে না। বেটার বক্তৃতা শুনে যে ডাবের কাঠি পেটা করি নি, এ তার চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি!—

চিত্র। আমাদের প্রতিকূলে কিছু বলেছে না কি ?—

গজ। তা হলে কি আস্ত রাখতাম। তা যাক্ শুন্‌লাম বিপক্ষেরা অন্য কোন প্রকাশ্য স্থানে মহা সমারোহে সভা করে', আমাদের অপদস্থ কর্‌বে।

চিত্র। কি বল্লে! আমাকে অপদস্থ!—কার সাধ্য?—এ গন্ধর্ব্বলোকে কার সাধ্য? আমি যে প্রতাপে প্রতাপান্বিত, আমার সে প্রতাপ খর্ব্ব করে কা'র সাধ্য!—

মরা। প্রভু ক্ষান্ত হউন, ওরা ক্ষুদ্রপ্রাণী, ওদের আস্ফালনে কি হ'তে পারে?—

জটা। "বিয়ের নামে খোঁজ নেই, কুলোপানা চক্র"! বৈবাহিক উপঢৌকন কা'কে কা'কে দিতে মনস্থ করেছিলাম, তা শুন্‌লেম দিলে না কি ফেরৎ দিবে!—

চিত্র। না না, ও দলের কা'কেও কিছু দিবার আবশ্যক নেই। সামগ্রী যদি অধিক হয়, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, যবন প্রভৃতি দলের বড় বড় লোক দেখে কেন দিন্ না, এদের মধ্যে কে না আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে?—

স্বগণের মুখে ছাই, আমার জাতিভায়ায় কাজ নাই।

[ক্রোধভরে প্রস্থান।

(সকলের অনুসরণ)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হরকেলি দুর্গ—সুসজ্জিত হর্ম্ম্যে চিত্ররথ ও মদিরা আসীন।

মদি। প্রাণেশ্বর! কাদম্বরীর বিবাহ দিবার জন্য, রাজধানী ত্যাগ করে' আমরা এ দুর্গমধ্যে কেন এলাম?—

চিত্র। প্রিয়ে? এ স্থানটি শিবের রক্ষিত, জামাতারও শুনেছি দেব অংশে জন্ম, তাই এ স্থানে এ শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হ'লে, কোন বিঘ্নের আশঙ্কা নাই। দেখ্‌লে না, নগরে স্বজনেরা আমার সঙ্গে কিরূপ শত্রুতা কর্‌ছে? এখানে সে ভয় নাই।

মদি। কেন এখানে কি বিপক্ষেরা আস্‌তে পারবে না?—

চিত্র। আসতে বাধা নেই, তবে কোন বিরুদ্ধাচরণ কর্‌লে শিবদূত বিলক্ষণ শিক্ষা দিবে!

মদি। এ স্থানটি কি চমৎকার! এ দুর্গ নগরপ্রান্তে স্থাপিত বলে, কোন প্রকার কোলাহল শুনা যায় না, আর চারিদিক্ সুখের সামগ্রীতে পরিপূর্ণ।

চিত্র। কেমন প্রিয়ে! পাত্রটী ত তোমার মনের মত হয়েছে?—

মদি। তা আবার বল্‌তে! গন্ধর্ব্বলোকে কি আমার কাদম্বরীর এমন ধনে, মানে, সুন্দর বর পাওয়া যেত?

চিত্র। আমি ত সেই জন্যই পাত্রটি ঈশ্বর-প্রেরিত বলে নিশ্চয় কর্‌লেম, আর ঈশ্বর-প্রেরিত নয়ই বা কেমন করে?—আমি কি একদিনও পাত্রের অনুসন্ধান করেছি?—এটী আপনা হ'তে এসে উপস্থিত হলো। সুতরাং এ ঈশ্বর-প্রেরিত বৈ আর কি বলব? জানি না জগদীশ্বর কি মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, এ পাত্রটী প্রেরণ করেছেন। যে এ বিষয়ে সন্দেহ করে, সে বাতুল, সে মূর্খ!

(জটাধারীর প্রবেশ)

জটা। বাবাজি! শুন্‌তে পাচ্ছি, নাচ্ তামাসা না কি নিষেধ করে দিয়েছেন ?

চিত্র। হাঁ মহাশয়! তামসিক ব্যাপার একেবারে রহিত ক'রে, সম্পূর্ণ সাত্ত্বিকভাবে এ পবিত্র কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা উচিত। বিশেষতঃ আত্মীয়, স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করে এসে, এ কর্ম্মে আমোদ বোধ হচ্ছে না। সত্য বটে বিরোধিদিগের আচরণে বিরক্ত হয়েছি, তাই বলে কি তা'দের উপেক্ষা ক'রে ক্লেশানুভব করছি না ?

জটা। আমি এলেম আপনার অনুমতি বাহির কর্‌তে, আপনি আমাকে মন্দ বোকা বুঝা'লেন না ?—

চিত্র। কেন? মহাশয়! বিশুদ্ধ আমোদ ত ঢের আছে? তাতে ত আমার কোন আপত্তি নেই।—

জটা। তবে সমাগত নিমন্ত্রিত বড় বড় লোকদের তৃপ্তির জন্য চণ্ডী-পাঠ, ও বিরাট পাঠ, ইত্যাদির উদ্যোগ করা যাক্‌গে! আর দেশের মধ্যে রটনা করে দি, কা'রো ছেলে পিলে ম'লে, সেই সময় যেন নাচ গাওনা দেয়! কেমন বৎসে! তোমারও কি এই মত ?—

মদি। আর্য্যপুত্রের অনভিমতে কি বল্‌ব ?—

জটা। আচ্ছা বল দেখি, ছেলে মানুষের প্রথম বিবাহে খুব আমোদ প্রমোদ ঘটা সমারোহ হয়, একি তাদের সাধ নয় ?—তায় এ হলো রাজার বেটা রাজা, এর বিবাহে এ সমস্ত না হ'লে, আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, সে আবার বিয়ে কর্‌বে, আর সেই সময়ে সমস্ত সাধ মিটিয়ে নিবে ; তা হলে কি তোমাদের ভাল হবে ?

মদি। বাবা! অমন অলক্ষণে কথা মুখে আন্‌বেন না!

(মহাশ্বেতার প্রবেশ।)

মহা। কেন, দাদামহাশয়, এমন আগুন খেকো মূর্ত্তি ধরেছেন কেন ?

জটা। থাক্, তুই ছুঁড়িই ত যত অনর্থের মূল!—

মহা। দেবি! কি হয়েছে ?

মদি। বিবাহে নাচ তামাসা হ'বে না বলে, বাবা রাগ করেছেন!

মহা। এই কথা!—

জটা। বড় সামান্য কথা হ'ল না! থাক্ ছুঁড়ী; আমি তোকেই নাচাব!

মহা। আমাকে আর নাচাবে কি?—যে অবধি এই শুভ ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে, আমার চিত্ত দিবানিশি আনন্দে নৃত্য কর্‌ছে!

জটা। রাখ্ তোর "চিত্ত নিত্ত"—এই সভায় নাচ্‌তে হবে!

মহা। লোক পাচ্ছনা বুঝি? কেন, দিদি-মাকে বায়না দেওগে না?

জটা। (জনান্তিকে) বায়না টায়না সব হয়ে গেছে—আয়না, মজা দেখ্‌বি?

মহা। যাও তুমি গে দেখ— [জটাধারীর প্রস্থান।

চিত্র। উনি কি আর ছেড়েছেন? সমস্ত আয়োজন করে' আমাকে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকা'তে এসেছিলেন! একেই বলে বুড় বয়সে ধেড়ে রোগ!

মদি। নাতিনীর বিবাহে ওরূপ আমোদ সকলেই করে থাকে।

মহা। আইবুড় ভাতের সব উদ্দোগ হয়েছে, একবার সে দিকে দেখবেন, চলুন।

চিত্র। চল যাই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিবাহমণ্ডপ।

চন্দ্রাপীড় আসীন।

নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, দিগ্বিজয় ন্যায়চঞ্চু, গজবিক্রম, মরালচরণ, জটাধারী প্রভৃতি উভয় পার্শ্বে উপবিষ্ট।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।)

জটা। ইচ্ছা হচ্ছে এ'দের সঙ্গে একবার নাচি!—

চন্দ্রা। ক্ষতি কি? উঠুন না।

জটা। তা হ'লে এই হতভাগারা হাস্‌বে, আর হয়ত রাজাকেও বলে দেবে।

চন্দ্রা। হাসি ত আমোদের লক্ষণ, আপনি সদানন্দ, সে ত অনুকূল কথা, আর মহারাজ কি আপনাকে কিছু বল্‌তে পারেন ?

গজ। এঁর আবার হাস্‌বার ভয়, না লোকলজ্জা !—

জটা। ওরে গজা! তোদের বুঝি আমি চিনি না ? তোদের মতন ভক্ত বিটেল আমার ঢের দেখা আছে। এদিকে দেখ্‌ছ না মাগীদের কটাক্ষে গলে যাচ্ছেন, আবার রাজার কাছে হয়ত এই নিয়ে আমাদের কত নিন্দে কর্‌বেন! আমরা যা করি, সদোরে করি, তোমরা বাবা! "ভাজ ঝিঙ্গে বল পটল"!

দিগ্বি। আ! কেন অকারণ কলহ আরম্ভ কর্‌লেন ? নৃত্যগীত এ সকল ত বাগ্‌দেবীর অঙ্গ—রাগ স্বয়ং ব্রহ্ম। এ জগতে সকলেরি ব্যবহার ও অপব্যবহার আছে। যে নির্লিপ্ত, তাহার নিকটে প্রলোভন পরাজয় স্বীকার করে; আর যে লিপ্ত, বিলাস বস্তর অবিদ্যমানেও সে আত্মসংযমে অক্ষম।—

জটা। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঠিক বলেছেন। বাপুহে! তোমাদের দলের মধ্যে খুঁজলে অনেকগুলো কালমেষও বেরোয়।

গজ। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যাহা বল্লেন, আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু প্রলোভন হ'তে দূরে থাকা কি বিধেয় নহে ?—

দিগ্বি। প্রলোভন দেখে পলায়ন করা কাপুরুষের কর্ম্ম—এসংসারারণ্যে প্রলোভন স্বরূপ শ্বাপদ সম্মুখে পড়িবে না ইহা কে বলিতে পারে ? কিন্তু উহার বিদ্যমানে যে চিত্ত সংযম করিতে সক্ষম, সেই ধীর ও বীর মধ্যে গণ্য।

জটা। মহাশয়! শুনা যা'ক্ এ নর্ত্তকীরা এ সম্বন্ধে কি বলে!—

গীত।

গজল—তাল ঠুংরি।

নর্ত্তকীগণ। সঙ্গীত সৎ কাব্যরসে বঞ্চিত যাহার চিত,
মনুষ্য আকার ধারী পশু পুচ্ছ বিরহিত।

আহারাচরণ যত, পশু ধর্ম্ম অনুকৃত,
তৃণ এক নাহি খায়, চতুষ্পদ ভাগ্য হেতু।
ললনা ললিত স্বরে, যদি হৃদি জ্বর জ্বরে,
কাঁদ গে ধাতার ঘরে, নারী দোষা অনুচিত!
রমণী দোষের মূল, যদি ভাব, তাও ভুল;
পুরুষে সংযত হ'লে অবলাপবাদ যেত!

জটা। ঠিক বলেছিস্! বাবা! এর উত্তর দাও ত!—আর দিয়েছ! দু একটী সরস গীত গাও ত গা।—

গীত।

গজল—তাল জৎ।

নর্ত্তকীগণ। সেকেলে অধীনে তন্বি! মনে হয় কি নাহি হয়?
প্রেমামৃত দানে যারে করেছিলে মৃত্যুঞ্জয়!
গবাক্ষে চিকুর জালে, পিঞ্জর নির্ম্মি কৌশলে,
নেত্র বিহগিনী নৃত্য কটাক্ষে দেখাতে যায়!
হৃদি সরসিজ কলি, দিনেশ দ্বিরেফ মেলি,
কর চালি ভুঞ্জি কেলি, দলে দলি, চলি যায়!
নিবারিতে সে লাঞ্ছনে, ঢাকি বর্ম্ম-কেশ-ঘনে,
চন্দ্রানন প্রদর্শনে, কোরকে কর্‌তে অভয়।
অলি ভানু জিনি রণে, অনুগতে বরাননে!
জয়োল্লাসে হে'সে গলে, করেছ কি, মনে হয়?
বিলাস লালসা রসে, মাতি অধীরা আবেশে,
রমিতে যাহার মন, দিবে সে কি পরিচয়?

জটা। বেশ গেয়েছ!—ইহারই একটী উত্তর গাও না গা?—

গীত।

গজল—তাল জৎ।

সকলে। এত কাল পরে কি গো পড়িল অধীনী মনে,
কোন ভাগ্যবতী কর্ণভূষা ছিলে, কি যতনে?

বুঝেছি বসন্ত তার, না সঞ্চারে শোভা আর,
তাই কিহে পিকবর! ত্যজিলে সে কুঞ্জবনে?
ফুল্ল ফুলে ভুঞ্জি রতি, যথাক্রমে প্রজাপতি,
ভ্রান্ত পান্থ! এ কুরীতি শিখ্‌লে কোথা, কি সাধনে?
যাও যাও অন্য বন, কর যত্নে অন্বেষণ,
বৈরাগ্য-কণ্টক এ বন, ব্যথিবে বিঁধি চরণে?

জটা। চমৎকার গেয়েছ!—

(প্রতিহারীর প্রবেশ।)

প্রতি। মহারাজ আস্‌ছেন!—

জটা। নর্ত্তকীগণ, তোমরা এখন বিদায় হ'তে পার।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

(মহারাজের প্রবেশ।)

চিত্র। সমাগত মহোদয়গণকে আমি অভিবাদন করি!—

(গজবিক্রম প্রভৃতির দণ্ডবৎ প্রণিপাত। প্রভো! ভবৎ কৃপা হি কেবলং।)

চিত্র। কল্যাণমস্তু!—

দিগ্বি। (আশীর্ব্বাদি ফল প্রদান করিয়া) জয়োঽস্তু।—

চন্দ্রা। (প্রণাম করিয়া) মহারাজ! ইনি আমাদের কুলপুরোহিত —নাম গজেন্দ্র গজানন—উপাধি দিগ্বিজয় তর্কচঞ্চু। তীর্থ পর্য্যটনে এদিকে শুভাগমন করেছিলেন, জনশ্রুতিতে এই বিবাহবার্ত্তা অবগত হয়ে, ক্ষণকাল হ'ল এখানে আগমন করেছেন।

চিত্র। ব্রাহ্মণ প্রণিপাত! ভরসা করি সমস্ত কুশল?—

দিগ্বি। ক্ষেমং! "সাধু! সাধু" যেমন শুনেছিলাম, তেমনি দেখ্‌লাম। অথবা "আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমনেঃ কুতঃ"?—

চিত্র। মহৎ যে জন তিনি সমস্তই আত্মবৎ দেখেন। যাহাহউক এসময়ে আপনার শুভাগমনে বড় আহ্লাদিত হলেম।

দিগ্বি। আমি যে কত আনন্দ ক্রমান্বয়ে উপভোগ কর্‌ছি, তার আর অবধি নাই—প্রথমত যুবরাজ অসম্ভাবনীয় পরিণয় শৃঙ্খলে নিবদ্ধ হ'তেছেন—গন্ধর্ব্বরাজের সহিত কুটুম্বিতা সামান্য শ্লাঘার বিষয় নহে;

যে যুবরাজের জাতকর্ম্ম হইতে নামকরণ চূড়াকরণ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য শর্ম্মা দ্বারা সম্পাদিত, এই বিবাহ যদি অদ্য স্বদেশে হ'ত, অনুপস্থিতি জন্য স্বীয় বংশের কেহ পৌরহিত্য কর্‌তেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এ ক্রিয়াতে যে আমাকে নিরাশ হ'তে হ'তো। যথাসময়ে এখানে উপস্থিত হওয়ায় যে কি আনন্দ হচ্ছে তাহা বাক্যাতীত।—

চিত্র। কিন্তু মহাশয়! পৌরহিত্য ক্রিয়ায় যে এখানেও আপনাকে বঞ্চিত হ'তে হবে?—

দিগ্বি। সে কে—ম—ন ক—থা?—যুবরাজ কি অন্য কাহাকে পৌর-হিত্যে বরণ করেছেন? কৈ আমাকে ত তেমন কিছু বলেন নাই!—

চিত্র। আজ্ঞা তা নয়—এদেশে গন্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ হয়, পুরোহিতের আবশ্যক করে না।—

দিগ্বি। সে নিয়ম গন্ধর্ব্বে গন্ধর্ব্বে হ'তে পারে।—শ্রীমান্ চন্দ্রাপীড়ের বিবাহে অবশ্য সে নিয়ম অবলম্বিত হ'বে না।

চিত্র। অন্যরূপ কি প্রকারে হবে?—

দিগ্বি। বলেন কি!—তাও কি হ'তে পারে? ইনি হ'লেন নরলোকের রাজা,—এমত কার্য্য নাই যাহাতে দেবার্চ্চনা না হয়—বিবাহ ত প্রধান কার্য্য—ইহাতে দেবপূজা ব্যতীত কি ক্রিয়া বৈধ হ'তে পারে?—

চিত্র। কৈ যুবরাজ ত এ বিষয়ে অগ্রে কিছু বলেন নাই?—

দিগ্বি। ইনি বালক—সবে এই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েছেন, আর ইনি না বল্লেও আপনাদের এ বিষয় বিবেচনা করা উচিত ছিল, আর ইনি যে বল্‌তেন না, ইহাই বা আপনাদের কিরূপে প্রতীতি হয়েছিল?—

চিত্র। আপনি যে এক বিশেষ সমস্যা উপস্থিত কর্‌লেন?

দিগ্বি। মহারাজ কি উপহাস কচ্ছেন? শ্রীমৎ মহারাজাধিরাজ রাজ-চক্রবর্ত্তী তারাপীড়ের পুরোহিত গজেন্দ্রগজানন দিগ্বিজয় শর্ম্ম তর্কচঞ্চু উপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য, উপহাসের পাত্র নহেন?—

জটা। বাবা! এটা কি নাম?—না সাপ ধরার মন্ত্র?—

চিত্র। মহাশয়! ক্রোধ করেন কেন? আমি আপনাকে ব্যঙ্গ করি

নাই—আপনি যে প্রস্তাব কর্‌ছেন, এ যে আমাদের কুলরীতির বিরোধী !

দিগ্বি। তবে কি গন্ধর্ব্ববিবাহ আমাদের যুবরাজের কুলরীতি ?—

চিত্র। উপায় ?—

দিগ্বি। তাও কি আবার জিজ্ঞাস্য ?—

চিত্র। যুবরাজ! আপনি কি বলেন ?—

দিগ্বি। উনি আবার কি বল্‌বেন ?—যদি মোহান্ধ হ'য়ে গন্ধর্ব্ব বিধানে আপনার দুহিতাকে বিবাহ করেন, কর্‌তে পারেন। কিন্তু ইনি পাটরাণী হ'তে পার্‌বেন না। কুলরীত্যনুসারে ইহাঁকে অপর পরিণয় কর্‌তে হবে, এবং তিনিই রাজমহিষী হ'বেন।

চন্দ্রা। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অযৌক্তিক কথা বল্‌ছেন না। যদিও আমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েছি, পিতৃদেব বিদ্যমানে আমার মতামত কাজের নয়। তিনি যদি গন্ধর্ব্ব বিবাহ অনুমোদন না করেন, উপায়ান্তরবিরহিত। স্নেহবশতঃ তিনি যদি এ বিবাহ বৈধ বলিতে ইচ্ছাও করেন, মহাজ্ঞানী পরম ন্যায়বান্ সচিবশ্রেষ্ঠ দেব শুকনাস কদাপি অবৈধ ক্রিয়ার পক্ষপাতী হ'বেন না।

দিগ্বি। মনে কর, মন্ত্রী শুকনাসও যদি রাজানুরোধে মৌনাবলম্বন করেন, তোমার গুরু, পুরোহিত, প্রজাপুঞ্জ কেন এ অবৈধ ক্রিয়ার প্রশ্রয় দিবে ?—লোকগঞ্জনায় শ্রীরামচন্দ্রকে সীতাদেবীকে বনবাস দিতে হয়েছিল !—

চিত্র। আপনাদের কথা আমি অগ্রাহ্য করি না; এখন উপায় কি ? আমি ত কোনরূপে পৌত্তলিক ক্রিয়ায় যোগ দিতে পারি না ?—

দিগ্বি। মহারাজ! লগ্ন প্রায় উপস্থিত। একটি কাজ করুন, প্রতিনিধি দ্বারা কন্যা সম্প্রদান করুন।

চিত্র। এ অযৌক্তিক প্রস্তাব নহে, তবে তাই হউক।—শ্বশুর মহাশয়! কাদম্বরীকে আপনিই সম্প্রদান করুন।

মহাল। আমাদের কুলরীত্যনুসারে কি কোন কার্য্যই হবে না ?—

চিত্র। ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে জিজ্ঞাসা কর।

দিগ্বি। আমাদের সনাতন ধর্ম্মে ব্যবস্থা সকল বিষয়েরই আছে, তবে কি না (জনান্তিকে) "থালি হাত মুখে উঠে না"।

জটা। সে জন্য চিন্তা কি?—

দিগ্বি। তবে কন্যা সম্প্রদান অন্তে, আপনাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই কর্‌বেন। এক শর্ম্মার মুখবন্ধ করা বৈ ত নয়, না হয় আমি সে দিক্ চোক দিব না। পাত্রী আনিতে অনুমতি করুন, এবং কুল-দেবতা হরগৌরীর প্রতিমূর্ত্তিও যেন আনা হয়। (অবগুণ্ঠনাবৃতা কাদম্বরীর প্রবেশ, তৎসহ হরগৌরীর প্রতিমূর্ত্তি)। আহা! কি অলোক-সামান্য রূপবতী! ত্রিলোকে কি ইহাঁর তুলনার স্থল আছে!—তবে কন্যা পাত্রস্থ করিতে অনুমতি করুন?—

সকলে। "শুভস্য শীঘ্রং"—

দিগ্বি। আচমন কর—ওঁ নমঃ বিষ্ণু ইত্যাদি। দেবদেবীকে পুষ্প প্রদান কর, বরের হস্তে কন্যার হস্ত রাখিয়া 'উর্ব্বচ্ছাবন ভার্গব জামদগ্নৌআপ্নবৎ'—

চন্দ্রা। (গোপনে) আর কেন ঠাকুর, ঢের হয়েছে, এখন সংক্ষেপে সারুন। খিদে পেয়েছে!

দিগ্বি। (গোপনে তাই কচ্ছি) মন্ত্র অতি বিস্তীর্ণ ও দীর্ঘ—তা ঠাকুর-দের ঘরে বসে আমিই পাঠ কর্‌ব। বালক, বালিকা অনাহারে আছেন, এঁরা যেয়ে জলটল খান—পাণিগ্রহণ হ'লেই হলো—বাজারে!—(জটাধারীকে লক্ষ্য করিয়া) মহাশয়! দক্ষিণাবাক্যটা শেষ করে ফেলুন না?—

জটা। ভট্টাচার্য্য মহাশয়! মাকড় মার্‌লে কি হয়?—

দিগ্বি। ভয়ানক মহাপাতক!—চান্দ্রায়ণ—না তুষানল-মনুতে লিখেছে।—

জটা। সংবাদ এসেছে, আপনার পুত্র সেই মহাপাপ করেছেন।—

দিগ্বি। মহাশয় আমার ভুল হয়েছিল—"মাকড় মার্‌লে ধোকড় হয়।"

জটা। আপনি তেম্‌নি পণ্ডিতই বটেন! আপনার হাতে কত দেবতা প্রতিদিন আহার পান?—

দিগ্বি। দেবতারা যত খান্ তা বুঝ্‌তেই পার্‌ছেন। ধর্ম্ম যাহা তাহা আপনারাই যাজন করেন। তবে কিনা পৌত্তলিকতা ছেড়ে দিলে

আমাদের চলে না।—বড় নিষ্কণ্টক ব্যবসা, রাজকর নাই, শুল্ক নাই, আর কত খোসামোদ। এই দেখুন না, দায় পড়ে আপনারা কি না দিতে স্বীকার আছেন ?—

জটা। তা বুঝা গেছে। এখন বর কন্যা অন্তঃপুরে যেতে পারে ?

দিগ্বি। সমস্তই ত হয়ে গেছে।—আমার দক্ষিণার বিষয়টা আপনি একটু মনে কর্‌লেই ঢের হবে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর—বাসর ঘর—চন্দ্রাপীড় ও কাদম্বরী আসীন।

(খাবার লইয়া মহাশ্বেতার প্রবেশ।)

মহা। ওগো বর মহাশয় ? এগুলো শীঘ্র বদনে দাও, নইলে ছুঁড়ীরা এসে পড়্‌লে আজ তোমায় মান্‌বেও না, ছাড়্‌বেও না।—

কাদ। তারা সব কোথায় ?

মহা। ওঘরে একটি জাঁকাল রকমের জলখাবার তৈয়ার কর্‌তে বলে তা'দের পাহারায় রেখে এসেছি, বলেছি এগুলো বাসরঘরে নিয়ে গেলে তোরা সেই সময় যাবি, আর লুটে পুটে খাবি।—

চন্দ্রা। একেই বলে "চোর্‌কে চুরি কর্‌তে, আর গৃহস্থকে সাবধান হ'তে"।

মহা। এখন কিছু খাও, বাসর ঘর বলে কি লজ্জা হচ্ছে ?—মুখে তুলে দিব ?

চন্দ্রা। তুলে দিতে হ'বে না।—তবে কি না, বাসর ঘর একটু নির্জ্জন হওয়াই বিধেয়। নরলোকে কোন কোন জাতি বিবাহ অন্তে নির্জ্জনে মধুচন্দ্র উপভোগ করে, আমাদিগের দেশেও অনেকে তাহার অনুকরণ কর্‌ছে।———

মহা। প্রাপ্ত বয়সে ইহা মন্দ নহে—সে যা হক্‌, এখন ময়রার দোকানে

মাছিগুলা যেমন ভন্ ভন্ করে, এ চকোরী-সখীগুলো আজ দেখ্‌ছি চন্দ্রকে তেমনি করে জ্বালাতন কর্‌বে!—

চন্দ্রা। স্বচ্ছ কাদম্বরী-আবরণে ঢাকা থাকলে, এগোতে পার্‌বে না।

মহা। তা দেখা যাবে এখন।—কিলা কাদু, তুই যে একটাও কথা কচ্ছিস না?—

কাদ। ফাঁক্ পেলে ত—

মহা। পাবে এখন—

চন্দ্রা। আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক—(ভোজন করিতে করিতে)।

এইরূপ অনুকূল দূতী যদি পাই?—
বিনা মূল্যে তার আমি চরেণ বিকাই।

(সখী ও অপর পুরাঙ্গনাগণের প্রবেশ।)

বাল। বেশ, মহাশ্বেতা দিদি! আমাদের ফাঁকি দিয়া আপনি এসে একা মজা কর্‌ছেন?—

ইন্দু। ওরে সব যে খেয়ে ফেলেছে! ধর না চঞ্চল, হাত চেপে ধর—

চন্দ্রা। আ! কর কি? এত লোকের মাঝে হাত ধরে টানাটানি! দেখ যা খাবার তা ত খেয়েছি, যা অবশিষ্ট আছে, বল ত সকলকে বেঁটে দি—

বিদ্যু। আমরা বুঝি তোমার প্রসাদ খেতে এসেছি!—ঘরে বুঝি খাবার নাই?—

চন্দ্রা। থাক্‌লে আর টানাটানি কর্‌তে না?—

বিদ্যু। এ কথায় তোমার মনে অন্যরূপ কিছু ভাব আছে?

চন্দ্রা। ধরা পড়েছো! যার যেখানে চুলকুনি, তার সেখানে হাত!

কুসুম। যুবরাজ! একটি গীত গাইতে হবে?—

চন্দ্রা। অবশ্য!—ঐ দ্বারবানদের গদাটী একবার ভাঁজ ত?—

কুসুম। সে কি আমাদের কাজ?—

চন্দ্রা। তেমনি নৃত্য গীত, তোমাদেরি একচেটে—আমাদের অনধিকারচর্চ্চা মাত্র।—

কুসুম। কেন মহাদেব কি গান করেন না ?—

চন্দ্রা। সে সমস্ত যে ভজন, এখন কি বাসরঘরে ভজন গাইতে হবে ?

মহা। নে ভাই। তোরা নাচ গাওনা কর্‌বি ত কর, নইলে আমি যাই !—ঘুম পাচ্ছে।—

চন্দ্রা। দেখ সখীরা, এই বাসরঘরে তাপসী, আর যোগীর কুটীরে ষোড়শী, এ দুয়েতেই বড় বিরস ঘটায়।

মহা। বটে।—"যার জন্যে করি চুরি, সেই বলে চোর ?" "নির্জ্জনের" প্রার্থনা সব বলে দেব ?—

চন্দ্রা। তা ওরা সব বুঝ্‌তেই পার্‌ছে।—

বিদ্যু। ভাল মহাশ্বেতা দিদি, আপনিই কেন একটা গান না ?—

মহা। তাই ভাল—

গীত।

রাগিণী ঝিঝিট—তাল আড়খেমটা।

ঢেকে রাখলো চাঁদ-প্রেয়সি,
এরা (তোর) চাঁদের সুধার অভিলাষী।
চকোরী ঘিরেছে চাঁদে ছাড়্‌বে কেনে,
ছাড়বে কেনে সুধার ক্ষুধার উপবাসী।

(জটাধারীর প্রবেশ।)

দেখছিস্ না লো বিদ্যুল্লতা ?
রাহু এসে জুট্‌ল হেথা,
চাঁদ চকোরী ছেড়ে পাছে চাঁদ মুখীরে
(আমার চাঁদ মুখীরে) ফেলায় গ্রাসী !

জটা। বা ! বা ! বেশ গেয়েছিস্—এই বেলা একটু নেচে নি, আবার গা না মাগীরা !—

(পুনরায় গীত ও নৃত্য।)

আমায় রাহু বানালি ! তবে চাঁদ ভায়া তোমার নিস্তার নাই ?

চন্দ্রা। আসুন না।

জটা। না ভাই ! তোকে আমি হজম করতে পার্‌ব না ! এই ননীর

পুতুলটী (কাদম্বরীকে দেখাইয়া) গ্রাসের প্রস্তাব মন্দ করিস্ নাই—
(বর কনের মধ্যস্থলে উপবেশন করিয়া উভয়কে চুম্বন।)
হেউ!—বড় মিঠে! (চন্দ্রাপীড়কে বস্ত্রাবৃত করিয়া) দেখ দিনি এখন কেমন সাজলো?—

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল খেমটা।

সখী। "নাগর মনের মত মিলিল ভাল,
রূপে জুড়ায় আঁখি করে ভুবন আলো।
কমল মধুর কণা, অলি পেলে না, ভাগ্যক্রমে
সে যে ভেকেরি হ'লো।"

জটা। উঃ! শালীরা! যা মুখে আস্‌ছে তাই বল্‌ছে। একবার রাহু, একবার ভেক! না, এ সাপিনীদের মধ্যে থাক্‌তে নাই, কে জানে শেষে কপাত করে বা বদনে দিয়া বসে!—তোদের কি চোখে ঘুম নাই গা? এ ছোড়া ছুঁড়ীদের একটু ঘুমুতে দে না?—

মহা। চল তবে যাওয়া যাক্—

সখীরা। কি গো! ঠাকুর ঠাকরুন! এত নাচলেম, গাইলেম, কিছু বস্‌খিস্ টস্‌খিস্ পেতে পারি?

চন্দ্রা। অবশ্য।—এই দাদামহাশয়কে দিলুম, সকলে ভাগ যোগ করে নেওগে।—

জটা। নাহে ভাই!—এত গুলোকে কি আমি অাঁট্‌তে পার্‌ব? না—আমি পালাই— [বেগে প্রস্থান।

সখীরা। ধর! ধর! বুড়কে ধর! (সখীদিগের অনুসরণ, অন্যান্য পুরাঙ্গনাগণের তৎপশ্চাৎ গমন।)

মহা। চন্দ্রসুধা কাদম্বরী, কাদুর সুধা বিধু,
পান করিয়া চিরঞ্জীব হও বর বধূ।
[প্রস্থান।

(যবনিকা পতন।)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হরকেলি দুর্গ—রাজপথ।

(বিদ্যাম্বুধি ও বিজ্ঞানসাধকের প্রবেশ।)

বিদ্যা। আপনি ত নানা মতের চিকিৎসা শাস্ত্রে পণ্ডিত—প্রাকৃত ও সংস্কৃত উভয়বিধ মতই জানেন। স্বদেশে বিদেশে এজন্য নানা-প্রকার খ্যাতিও লাভ করেছেন। অন্যে না বলুক, আমি বিশেষরূপে জানি, ধর্ম্ম বিষয়েও আপনি উদাসীন নহেন—এই যে রাজা চিত্ররথ ও তাহার স্বমতাবলম্বীদিগের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়েছে, এ সম্বন্ধে আপনার মত কি ?—

বিজ্ঞা। মহাশয় ! আপনি আমাদের গুরুর ন্যায় পূজ্য, আপনার নিকট আর আমরা কি অভিপ্রায় প্রকাশ কবিবর ? তবে এ বিষয়ে এই মাত্র বলিতে পারি যে, চিত্ররথ চিরকাল একাধিপত্য-প্রিয়। তাঁহার সকল কার্য্য স্বার্থ ও অভিসন্ধি পূর্ণ, এই জন্যই দেবর্ষি ঠাকুরের সহিত বিবাদ হয়। কএকজন উন্নতিশীল ধর্ম্মপরায়ণ ইহাঁর সহিত যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু অল্পকালের মধ্যে ইহাঁর একাধিপত্যে ও প্রতাপে ইহাঁরাও সন্তাপিত হন। স্বতন্ত্র হওয়ার সুযোগ খুঁজ্‌ছিলেন, এই বৈবাহিক ঘটনা ইহাঁদিগের অনুকূল হওয়ায়, স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন কর্‌লেন। কিন্তু সমাজ বিশেষের এরূপ খণ্ড বিখণ্ড হওয়া ভাল লক্ষণ নহে !

বিদ্যা। অনেকে বল্‌ছে, পারিবারিক ঘটনা নিয়ে, এরূপ আন্দোলন করা ভাল হয় নি।

বিজ্ঞা। আমি তাহা বলি না—সম্প্রদায় বিশেষের নেতা সর্ব্বসাধারণকে উপেক্ষা করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে কাজ করিলে, তাহার পরিণাম এইরূপই হয়ে থাকে। এই বিবাহ প্রস্তাবের প্রারম্ভে, ইনি গন্ধর্ব্বপ্রধান-

দিগের নিকট গিয়া সম্মতি প্রার্থনা কর্‌লে, আমার বোধ হয় না, কেহ ইহাঁর বিরোধী হ'ত। চিত্ররথের মনে করা উচিত ছিল যে, সামান্য সর্ষপবৎ দোষে তিনি ইতিপূর্ব্বে কতব্যক্তিকে তিরস্কৃত করেছেন, ইহাঁর বিল্ববৎ দোষ পেলে তাঁরা ছাড়্‌বে কেন ?

বিদ্যা। শুনেছি এ বিবাহের ঘটক নাকি একটি স্ত্রীলোক, সে গোপনে গোপনে সম্বন্ধ স্থির করেছিল।—

বিজ্ঞা। চিত্ররথের বিশেষ আদেশেই ওরূপ করেছিল; এই লুকোচুরি খেলাতেই ত আত্মীয়গণের মনে নানা আশঙ্কা হয়; তারা স্বরূপ বৃত্তান্ত জান্‌তে চিত্ররথের নিকটে যায়, পত্র দ্বারা প্রার্থনা করে; তিনি বোধ হয়, অনধিকারচর্চ্চা অপরাধে তাহাদের অপরাধী ভেবে, ভদ্রোচিত ব্যবহার করেন নাই, তা'তেই এ মনোবাদের সূত্রপাত হয়।—

বিদ্যা। এখন যে সাধারণ-তন্ত্র দল হতে চল্লো, ইহাতে আপনি যোগ দিতে পারেন কি ?

বিজ্ঞা। ওদের মধ্যেও দুই একটি অনুদার প্রকৃতির লোক আছে, বল্‌তে পারি না এ নব সম্প্রদায়ে উদারতা কতদূর রক্ষা হ'বে ?—

(অবিশ্বাসিপ্রধানের প্রবেশ।)

অবি। কি গো! কি আলাপ হচ্ছে ?—

বিজ্ঞা। আজ কাল খিচুড়ী বিবাহের কথাই প্রায় সর্ব্বত্রেই আন্দোলিত হয়।

অবি। যেতে দাও! ও দু দলের হতভাগারাই বয়ে গিয়েছে! ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে দেশটা জ্বালাতন করে তুলেছে!—এদের জ্বালায় একটু আমোদ প্রমোদ কর্‌বার যো নাই—প্রায় সকল বাড়ীর ছেলে পিলে গুলোকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে; বাছারা আমাদের কাছে এগোন না, তা হলে বেশ শিক্ষা পেয়ে যান! ধর্ম্ম বাতুলের প্রলাপ—পান কর, ভোজন কর, আমোদ কর, বস! ধর্ম্মের নামে কত স্থানে যে কত রক্তপাত হয়ে গেছে, পুরাবৃত্ত তাহার বিশেষ পরিচয় দিতেছে। আমরাও এক সময়ে ক্ষেপেছিলাম, এ সমস্ত রক্ত গরমের কাজ!

বিদ্যা। কেন ?—স্নিগ্ধ শোণিতেও ত অনেক রক্ত গরমের কাজ দেখা যায় ?—

অবি। সে অভ্যাস দোষ—আর পানভোজন তাহার অনুকূল কারণ—

বিজ্ঞা। আর বোধহয় এক ধর্ম্মবন্ধনশৈথিল্যই তাহার একমাত্র ফল ?

অবি। তোমাকেও দেখ্‌ছি এই ধার্ম্মিকের দলে ক্ষেপিয়ে তুলেছে !—

বিজ্ঞা। মহাশয় ! আমি এখন বিদায় হই—আপনারা বাদানুবাদ করুন।

অবি। না হে—তুমি কোথায় যাবে, আমি তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি ? একটা রোগী দেখ্‌তে যেতে হবে, আর সংস্কৃত মতে চিকিৎসা কর্‌তে হ'বে ?—

বিজ্ঞা। আর জলপড়ার ব্যবস্থা ত কর্‌তে হবে না ?

অবি। না হে !—তা কি সর্ব্বত্রেই করে থাকি ?—

বিজ্ঞা। তবে চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

(কুম্ভোদর ও সুব্রতের প্রবেশ।)

সুব্রত। তোমরাই সনাতন ধর্ম্মের অবমাননা কর্‌ছ ?—যথেচ্ছাচার কর্‌ছ, পানভোজনের বিচার কর না, আর সময় ক্রমে ধর্ম্মাভিমান কর্‌তেও ছাড় না।—

কুম্ভো। মহাশয় ! যখন যেমন তখন তেমন, তা না হ'লে কি চলে ? আমাদের কেহ শত্রু নাই—কসায়ের দোকানেও হিসেব আছে, বারএরারি পূজাতেও চাঁদা দি। গন্ধর্ব্বরাজও স্বদলস্থ মনে করে ঘড়াদি দিতেও ছাড়্‌লেন না, প্রায় সমস্ত মহোৎসবের সময় অপেয়, অখাদ্য প্রচুর রূপে আহরণ করা হয়, অবশ্য দেবতাদিগের ভোগে তাহা উৎসর্গ হয় না, নিমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য গণ্য মান্য ব্যক্তিই তাহার প্রতি সদ্বিচার করিয়া যান।—

সুব্রত। আর সময়ে গোময় ভক্ষণ করিয়াও নাড়ী শুদ্ধি করেন !—যেরূপ আত্মপরিচয় দিলেন, এ কি ভদ্রোচিত ?—

কুম্ভো। আপনারাই বা কি কর্‌ছেন—কেবল আল চাল, আর বেড়ে

কলার শ্রাদ্ধ কর্‌ছেন বৈ ত না?—ইহ জন্মে যে কত সুখসম্ভোগ করা যায়, তাহার কিছুই জান্‌তে পারলেম না! পরকাল আছে কি না তাহার প্রমাণ কবা বড় সহজ নহে; অনিশ্চিত ভোগের আশায় কি নিশ্চিত সুখ ত্যাগ করা যায়?—থাকেন পরকাল সনাতন ধর্ম্ম ত ত্যাগ করি নাই,—সমস্ত উৎসবই বাটীতে হয়ে থাকে,—সে দিক্‌ও ফাঁক যাবে না।—আপনারা কি কর্‌ছেন? অনিশ্চিত পরকাল ভেবে ইহ কাল্‌টা একেবারে খোয়ালেন?

সুব্রত। 'মহাজনো যেন গতঃ সপন্থাঃ'। যাহা শিষ্ট পরম্পরায় পুরুষানুক্রমে চিরকাল হয়ে এসেছে, তা রক্ষা কর্‌ব—ইহকাল পরকালের বিচার করিতে চাহি না। জীব স্বাধীন, যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তা'ই করিতে পারে।

(মরালচরণ ও মকরকেতনের প্রবেশ।)

এঁরা দেখছি রাজা চিত্ররথের সভাসদ, চলুন আমরা যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

মরাল। এই সনাতনধর্ম্মাবলম্বীরা আমাদিগকে কত ঘৃণা করে!—দেখ আমাদিগকে দেখিবা মাত্র এস্থান হ'তে চলে গেল--ইহার কারণ কি?--

মকর। এঁরা দুটিই সনাতন মতস্থ—একটি প্রকৃত বিশ্বাসী, তিনি কোন সম্প্রদায়কে ঘৃণা করেন না, তর্ক শুনেন না, তর্ক করেন না। নিতান্ত নিরীহ ব্যক্তি। আর অপরটি সনাতন ধর্ম্মের অভিমানী—ঘোর পাষণ্ড, আচারে সনাতন ধর্ম্মের কিছু মাত্র ধার ধারে না, কিন্তু মুখে আঁটে কে?

মরাল। অপরের দোষ গুণ বিচার করে কি হবে, এস একবার আপনাদিগের মত খতিয়ে দেখি। আচ্ছা বল দেখি আমাদিগের রাজা মহাশয় যাহা যাহা বলেন, সমস্তই কি আপনার হৃদয়গ্রাহী?

মকর। ভাই! যদি জিজ্ঞাসিলে, তবে অকপটেই বলি—লেখা পড়া ভাল শিক্ষা করি নাই,—ছেলে বেলায় শুনেছিলাম ঐকান্তিকতার সহিত যদি ঢেঁকীকে ভজা যায়, তাতেও স্বর্গ আছে। আমি ত ভাই ঢেঁকী ছেড়ে, একটী হস্ত পদাদি বিশিষ্ট সুপুরুষের আরাধনায় নিযুক্ত

হয়েছি, যদি আমার ভক্তি অচলা থাকে স্বর্গে যাবই যাব। অগ্রেই বলেছি, লেখা পড়া জানিনা—কোন্‌টি ঈশ্বরাদেশ, কোন্‌টি তাঁর নিজের, ইহা বিচার করার ক্ষমতা আমার নাই, সুতরাং আমি সে বিষয় চিন্তাও করি না, ভাবিও না।—আচ্ছা তোমার কি মত ?

মরাল। আমিও তোমারি মত। দেখিলাম, দশজন একজনের অনুবর্ত্তী হ'লো, আমিও "গোলে হরিবোল" দিলাম। এখন দেখ্‌ছি তাহার মধ্যে অনেকেই ইহাঁকে ত্যাগ করিল। যাহারা ত্যাগ করিল, তাহারা যে যাহা বলে বলুক, নিতান্ত সামান্য ব্যক্তি নহে ;—নিতান্ত অকারণে যে আমাদিগকে ত্যাগ করিল, ইহাই বা কেমন করিয়া বলি। যে ঈশ্বরাদেশ লইয়া এই গোল উপস্থিত হইয়াছে, আমরাই এক সময়ে সেই ঈশ্বরাদেশবাদী অপর কোন সম্প্রদায়ের প্রচারকদিগকে এই বলিয়া নিরস্ত করিতাম—"ঈশ্বরাদেশের কোন প্রমাণ নাই, যদি কেহ ঈশ্বরাদেশ পাইয়া থাকেন, সে তাহারি সম্পত্তি, অপরের তাহাতে অংশ বা অধিকার নাই ; ঈশ্বর-আদেশ প্রকাশ করিলে জনশ্রুতি নাম ধারণ করে, সুতরাং তাহাতে সত্যাসত্য মিলিত হ'বে আশ্চর্য্য কি ? এই জন্য আদেশ বাদ অনেকে মানিতে চাহে না। আর একটি বিষয় এখানে বিচার্য্য আছে—যদি কোন কার্য্য ঈশ্বরাদেশে করা হয়, তাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অথবা সুদূরে কোন প্রকার বিঘ্ন বিপত্তির আশা করা যাইতে পারে না। আদেশবাদীরা ফলবাদী নহেন, এরূপ সিদ্ধান্তের আমি মর্ম্মগ্রহ করিতে অক্ষম। কার্য্য হইলেই তাহার কোন না কোন ফল অবশ্যই আছে, সে ফল মধুরও হইতে পারে কটুও হইতে পারে ।

মকর। তুমি যে কি এতটা বকে গেলে, আমি তাহার কিছুই ধারণা করিতে পারিলাম না। সোজা কথায় তোমাকে এই উপদেশ দি—তুমি যে " গোলে হরিবোল " দিচ্ছিলে সেই ভাল, এখনও তাই কর।—

মরাল। তা কি আর কচ্ছি না ? কিন্তু বর্ত্তমান আদেশের ফল ধরিতে গেলে, নিতান্ত বিষময় হইয়া উঠিতেছে—বন্ধু বিচ্ছেদ, মনস্তাপ,

পৌত্তলিকতায় যোগ, সমাজ বণ্টন এই সমস্ত যদি ঈশ্বরাদেশের ফল হয়, তবে যারা এতে অনাস্থা প্রকাশ করেছে তাদের দোষ দিতে পারি না?

মকর। তুমি দেখ্ছি কবে দড়ি ছিঁড়্বে। দেখ আমাদের মধ্যে গজ-বিক্রম মহাশয় কেমন পণ্ডিত। তিনি মহারাজকে ত্যাগ কর্ছেন না কেন? ইনি কি ফলাফল বুঝেন না?

মরাল। তাই ত, এই সমস্ত দেখে শুনেই গোলে হরিবোল দিচ্ছি? যা হোক্ আমাদের যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হলো, এ যেন আর কেউ জান্তে না পারে?—

মকর। তুমি কি আমাকে পাগল পেলে! প্রকাশে যে উভয়েরি ক্ষতি।

[উভয়ের প্রস্থান, পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হরকেলি দুর্গ—সভামণ্ডপ।

মহারাজ চিত্ররথ ও গজবিক্রম প্রভৃতি আসীন।

গজ। মহারাজ! বিপক্ষেরা পৌত্তলিক মতে বিবাহ হওয়ায় আরও অনেক কথা বল্ছে।

চিত্র। যেতে দেও! কেন, শেষে গন্ধর্ব্ব বিধানও ত অবলম্বন করা হয়েছিল?

গজ। তার অর্থ করেছে খিচুড়ী বিয়ে!

চিত্র। খিচুড়ী জেতে খিচুড়ী বিয়ে, অবৈধ হয় নি।

(ব্যাকুলভাবে জটাধারীর প্রবেশ।)

কি মহাশয়! অত বিষণ্নভাব দেখ্ছি কেন?—

জটা। বাবাজি। বল্ব কি! আমি কিছু ঠিক্ বুঝ্তে পাচ্ছি না, চন্দ্রা-পীড়ের দেশ হ'তে পত্র নিয়ে একটী দূতী এসেছে, শ্রীমান্ পত্রপাঠ করে একেবারে অচৈতন্য প্রায় হইয়া পড়েন, মহাশ্বেতা নিকটে

ছিলেন, তাই ভূপতিত হন্ নি। মহাশ্বেতা পত্র পাঠ করে অশ্রুপূর্ণ-লোচন হ'লেন! কাদম্বরী এখনও জান্‌তে পারেন নি। আমি আর বিলম্ব না করে আপনাকে সংবাদ দিতে এসেছি!

চিত্র। কি ভয়ানক বিড়ম্বনা! চন্দ্রাপীড়ের দেশে অবশ্যই কোন অত্যা-হিত হ'য়ে থাক্‌বে!

[সকলের দ্রুতপদে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

হরকেলি দুর্গ—চন্দ্রাপীড়ের বিশ্রামভবন।

রাজা চিত্ররথ ও চন্দ্রাপীড় আসীন।

চন্দ্রা। মহারাজ! এই পত্র অবলোকন করুন!

চিত্র। (পত্রপাঠ) প্রাণাধিক শ্রীমান্ যুবরাজ চন্দ্রাপীড়

চিরঞ্জীবিষু।—

শুনিলাম তুমি গন্ধর্ব্বরাজ দুহিতার সহিত বৈবাহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছ! তুমি এ সম্বন্ধে আত্মকর্ত্তব্য বিস্মৃত হইবে, ইহা আমরা কদাপি মনে করি নাই। কেবল মাত্র ষোড়শ বর্ষ অতীত হইয়াছে, এই কি তোমার পরিণয়ের কাল? আমরা অগ্রে জান্‌তে পার্‌লে এ বিবাহে মত করিব না, এই আশঙ্কায় কি গোপনে ও শীঘ্র এই কার্য্য সম্পন্ন করিলে?—

আর তোমাকে তিরস্কার করিতে চাই না। যদি তোমার নিতান্ত মতিচ্ছন্ন না ঘটিয়া থাকে, যদি কর্ত্তব্য জ্ঞানকে এককালে জলাঞ্জলি না দিয়া থাক, তবে তুমি অবশ্য স্বীকার করিবে, তুমি আমাদের নিকট অতিশয় অপরাধ করিয়াছ—কিন্তু অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। অতএব আদেশ করিতেছি, তুমি এই অনুজ্ঞা লিপি দর্শনমাত্র, আর ক্ষণ-কাল গন্ধর্ব্বলোকে অবস্থান না করিয়া, দেবলোকে গমন করিবে।—

দেবলোক বায়ু সমুদ্রের মধ্যস্থিত এক প্রকাণ্ড দ্বীপ। তেত্রিশকোটি দেবতার বাস। ভগবতী ভক্তারিণী তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রধানা দেবী। সংযমী ব্যতীত তথায় কেহ যাইতে পারে না। তুমি যদি পতিত না হইয়া থাক, অবশ্যই তথায় যাইতে সক্ষম হইবে। বিবেক আর প্রজ্ঞা মাত্র তোমার সহচর হইবেন। দেবনির্দ্দিষ্ট আগ্নেয় ব্যোমযানে গমন করিবে। দেবলোকেও অনেক শ্বেতাঙ্গী মোহিনী মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে, সাবধান, যেন তাহার একটি আবার বিবাহ করিয়া না বৈস!

এই পত্র শ্রীশ্রীমন্মহারাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তী তারাপীড়ের অনুজ্ঞাতে লিপিবদ্ধ। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শুকনাসস্য।

চিত্র। বৎস! পত্র ত পাঠ কর্‌লেম—সবে বিবাহের পর পঞ্চরাত্র অতিবাহিত হয়েছে, অষ্টমঙ্গলা যায় নি—হাতের সুতা খোলা হয় নি, এ অবস্থায় আমি কিরূপে বিদায় দি? তোমাকে দেবলোক পরিভ্রমণ করে যেতে আদেশ হয়েছে, কেন কিছু দিন পরে গেলে কি ক্ষতি আছে?—

(মহাশ্বেতার প্রবেশ।)

চন্দ্রা। মহারাজ! আমি এ নিদারুণ লিপি কি সহজে আপনার করে অর্পণ কর্‌তে পেরেছি!—উপায় নাই—বরং সময়ে সময়ে পিতৃদেব সমীপে প্রশ্রয় প্রত্যাশা কর্‌তে পারি, অমাত্য মহামতিকে পিতাও ভয় করেন। মন্ত্রী শুকনাসের যেরূপ পত্রের আভাস, তাহাতে ক্ষণকাল আর এখানে অবস্থান করিতে কোনরূপে ভরসা পাই না। উঃ! কি দারুণ কঠোর আদেশ!—

মহা। রাজকুমার! তোমাদের এই নবানুরাগ-কলিকা-দলন-যন্ত্রণা ভগিনী কি সহ্য কর্‌তে পার্‌বেন?

চন্দ্রা। দেবি! "অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবাৎ কুটিলো ভবেৎ।" এই কুটিল গতি প্রেমের স্বভাব যখন এইরূপ, তখন সহিষ্ণুতা অবলম্বন ব্যতীত আর উপায় কি?

(মদিরার রোদন করিতে করিতে প্রবেশ।)

মদি। নাথ ! কি নিদারুণ কথা শুন্‌লেম ! যুবরাজ নাকি আজি এস্থান হ'তে প্রস্থান কর্‌বেন ?—

চিত্র। দেবি ! ধৈর্য্য ধর। অপরিহার্য্য বিষয়ে বিলাপ করিলে কি হ'বে ! যুবরাজ স্বেচ্ছায় যাচ্ছেন না। পিতার আদেশ—অবহেলা কর্‌বেন কিরূপে ?

মদি। আর্য্যপুত্র ! দুহিতা কি এ নিদারুণ বিচ্ছেদ-শেলাঘাতে বাঁচ্‌বে ? বালচন্দ্রিকার মুখে শুন্‌লাম এইমাত্র তাহার শারিকাকে তিরস্কার কর্‌ছিল "তুই কেন শুকের প্রতিকূলে অভিযোগ কর্‌ছিস্ ? প্রণয়িনীরা যদি প্রিয়তমের চিত্তানুবর্ত্তিনী হয়, সাধ্য কি ক্ষণকালের জন্যও তিনি প্রণয়িনীর মনোরঞ্জন না করে থাকৃতে পারেন ? এই দেখ আর্য্যপুত্রের পিতৃদেব নিকট হইতে সন্দেশবাহিকা সমাগতা হওয়ায় ক্ষণকাল জন্য আমাকে বিচ্ছেদ হুতাশনে নিক্ষেপ করেছেন, দেখ্‌তে পাবে এজন্য কত অনুনয়, বিনয় কর্‌বেন"। প্রাণেশ্বর যাহার কোমল হৃদয়ের এই ভাব, সে কিরূপে এ বজ্রাঘাতে বাঁচবে ?-বোধ হয় এ বিষম বাক্যবাণ এতক্ষণ তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছে, কি অবস্থা হয়েছে দেখ্‌বে এসো ?

[চিত্ররথ ও মদিরার প্রস্থান।

চন্দ্রা। উ ! ঠাকুরাণী কি উদ্বিগ্নচিত্তেই এখানে এসেছিলেন !—

(উন্মত্তার ন্যায় কাদম্বরীর প্রবেশ)

কাদ। প্রাণনাথ !—আর্য্যপুত্র !—হে পাষাণহৃদয় ! অমৃতনিস্যন্দী প্রেম-উৎসের কি এই পরিণাম ! উ !—উ !—উ ! (পতন ও মূর্চ্ছা) !

মহা। চন্দ্রাপীড় ! কি হলো ! কি হলো ! প্রাণসখী কি আমার প্রাণপতির পন্থা অবলম্বন করলেন ! বিধাত ! তোমার মনে কি এই ছিল ?—

চন্দ্রা। দেবি মহাশ্বেতে ! আমি প্রাণাধিকাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করে এই সময়েই বিদায় হই !—ইহাঁর চৈতন্যের সংবাদ আমাকে দিবেন, আমি অপেক্ষায় থাক্‌ব। ইনি সম্মুখে চৈতন্যলাভ কর্‌লে আর

আমি পিতৃনিদেশ পালনে সক্ষম হইব না! ইহার এ অবস্থা আর আমি অবলোকন করিতে পারি না! উঃ!—ইনি চেতনা লাভ কর্‌লে নিষ্ঠুর, নিদারুণ, পামর, পত্নী-ঘাতক, অবিশ্বাসী, নরাধম, নারকী, এইরূপ যতপ্রকার কঠোর বিশেষণ আছে, তৎসমুদয় আমাতে প্রয়োগ করে দেবীর সমক্ষে উল্লেখ করিবেন—(পশ্চাৎ ফিরিয়া) আর এ অবস্থা দেখ্‌তে পারি না!—যদি বিরহানলে ভস্মসাৎ না হই, পুনরায় আশ্রমে দর্শন করিব!

[প্রস্থান।

মহা। ওরে সখীরা! তোরা সব কোথায়?—জল আন্, বাতাস কর!

(সখীগণের জল ও ব্যজন হস্তে প্রবেশ—জলশেক ও বীজন।)

কাদ। (কিঞ্চিৎ চেতনালাভ করিয়া) প্রাণনাথ! আমার কি প্রেমের পরীক্ষার জন্য এই কৌশলজাল বিস্তার কর্‌লে?—প্রাণেশ! তুমি কি জান না, প্রকৃত কাঞ্চন দগ্ধ কল্লেও যা, না কল্লেও তা! কাদম্বরী সুরা, সুরাধারকে সাদরে স্বচ্ছ স্ফটিক পাত্র বলে উল্লেখ করেছে, স্ফটিক কঠিন, সহজে ইহাতে অঙ্কপাত হয় না; কিন্তু হলে আর তা মিটে না। তুমি সুধাকর! তোমার প্রকৃতিতে হ্রাস বৃদ্ধি কেন? অমৃতের ত অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাব, আধারে আধেয়ের ভাব বিধাতা কেন না দিলেন? হৃদয়েশ্বর! কিছু মনে করো না, আমি তোমাকে তিরস্কার কর্‌ছি না, বিধাতা অনেক স্থলে এরূপ অসৌসাদৃশ্য উদাহরণ রেখেছেন, তাই ওরূপ বল্‌ছি?

মহা। ভগিনি! সখি! কেবল পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হ'লে, স্বীয় ধৈর্য্য-বলে—বিবেক-বলে, মানসিক যাতনার উপশম কর্‌তে যত্নবতী হও।

কাদ। প্রাণেশ্বর! কাকে কি বল্‌ছ?—আমার কথার উত্তর দেও না কেন?—

ইন্দু। দেবি মহাশ্বেতে! উনি ত আমাদের অবস্থান অনুভব কর্‌তে পার্‌ছেন না?

কাদ। কি, ভগিনী মহাশ্বেতা এখানে আছেন?—দিদি! জিজ্ঞাসা করত তোমার অতিথি রত্ন আমার সঙ্গে এরূপ উপহাস কেন আরম্ভ

কর্‌লেন ?—অপ্রতিভ হয়েছেন, তাইতে বুঝি আমার কথার উত্তর কর্‌তে পার্‌ছেন না।

মহা। ভগিনি! বিধুমুখি! গাত্রোত্থান কর। অকারণে যুবরাজকে কেন দোষ দিচ্ছ। তিনি ত স্বাধীন নন!—পিতৃ নিদেশ কিরূপে অবহেলা করেন। আবার শীঘ্র এসে তোমার নয়নানন্দ বিধান কর্‌বেন।

কাদ। কি বল্লে! তবে কি তিনি আমায় ছেড়ে গিয়েছেন?—

মহা। তিনি ছেড়ে যাবেন কেন? সেই পিতৃনিদেশ তাঁকে অনিচ্ছায় বলপূর্ব্বক নিয়ে গিয়েছে!

কাদ। হা! বিধাতঃ! তোমার মনে এই ছিল! (একদৃষ্টে মৌন-ভাবে অবস্থিতি।)

বিদ্যু। দেবি! সখী অমন করে রৈলেন কেন?—আবার বুঝি মূর্চ্ছা হয়!—

মহা। মূর্চ্ছাই এ রোগের কথঞ্চিৎ সাময়িক ঔষধ। কাদম্বরি!—কাদম্বরি!—কথা বল!

কাদ। কি কথা বলব—(একদৃষ্টে মহাশ্বেতার মুখাবলোকন।)

মহা। বলিবে, কি ? বলিব কি ? না সরে বচন।
পার্থিব প্রেমের এই দশা চিরন্তন॥
বিরহ, কলহ, রক্তপাত, পীড়া, নাশ,
অসমমিলন, কিম্বা অগম্যে বিলাস,
গুরুজন প্রপীড়ন, কত অত্যাচার।
জগৎবিখ্যাত এরা প্রেমসহচর॥
কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! এত জানিয়া শুনিয়া।
কে না ভ্রমে এই পথে হাসিয়া কাঁদিয়া॥
হেসেছ ক দিন কিছু করহ রোদন।
আবার মিলিবে নাথ, হাসিও তখন॥

(জটাধারীর প্রবেশ।)

জটা। বাবাজি ক্ষেপেছেন! নৈলে এই বিবাহ ঈশ্বরাদিষ্ট বল্‌তে পারেন! যে অবধি এই বিবাহের প্রস্তাব হয়েছে, কত যে অপ্রিয় ঘটনা হলো, তাহার আর ইয়ত্তা নাই, তথাচ সে ধুয়ো ছাড়্‌বেন না। মহাশ্বেতার কবিতার ভাব মন্দ নয়, সেই ভাবে আমিও কেন বলি না!——

যত গোল অগ্রে তত শান্তি আছে পরে।
চল সবে আর কেন, যাই অন্তঃপুরে॥
পাঠক বা নাট্যপ্রিয়, যার যায় আনন্দ।
পড়ে দেখে বিচারিও বিয়ে কি সম্বন্ধ॥

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন॥